Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সময়ের গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইয়াসমিন আক্তার

রোলঃ 227020395

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সময়ের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইয়াসমিন আক্তার

রোলঃ 227020395

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সময়ের গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইয়াসমিন আক্তার, আইডিঃ 227020395 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সময়ের গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Easmin Akter

(স্বাক্ষর)

ইয়াসমিন আক্তার

আইডিঃ 227020395

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা..6

সময়ের পরিচয় 9

মানবজীবন ও সময়...11

মানুষের জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান..12

সময়ের তিন ভাগ:...14

সময় পরিচালনার অর্থ..15

সময় পরিচালনার মূলনীতি..15

সময় পরিচালনার উপকারিতা 15

সময়ের মূল বৈশিষ্ট্য...16

সময়ের গুরুত্ব 16

সময়ের সদ্ব্যবহার:...18

সময়ের মূল্য:...19

কেন সময় এতো মূল্যবান?..20

ছাত্রজীবনে সময়ের মূল্যঃ..20

জাতীয় জীবনে সময়ের মূল্যঃ 21

মুমিন জীবনে সময়ের মূল্য..21

হাদিসে সময়ের মূল্য..23

যৌবনে সময়ের মূল্য...23

সুস্থতায় সময়ের মূল্য 24

সচ্ছলতায় সময়ের গুরুত্ব 25

কুরআনে সময়ের মূল্য...26

অবসরে সময়ের মূল্য..26

দুনিয়াতে সময়ের মূল্য...27

সময়ের মূল্য নিয়ে বাংলা প্রবাদ :...28

সময়ের গুরুত্বের শিক্ষা 30

সময়ের অনুভূতি-সময়ের মূল্যায়ন 30

সময় শ্রেষ্ঠ সম্পদ 33

সময় কেন শ্রেষ্ঠ সম্পদ? 35

সময়কে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে ব্যবহারের উপায় 35

সময়ই জীবন 36

মুসলিম মহামনীষীদের সময়ের মূল্যায়ন 37

ইসলামের দৃষ্টিতে সময় জ্ঞান: 40

সময় ও অলসতা: একটি অনন্ত সংগ্রাম 41

সময় ব্যবস্থাপনা 42

অলসতা দূর করার কিছু উপায় 45

সময় অপচয়ের কুফল: 47

সময়ের অপচয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কুফল: 49

সময় অপচয়ের কিছু পরিণাম: 50

সময়ের স্বদব্যবহার মত ও পথের পার্থক্য: 51

সময় ও বিশ্বাসের সম্পর্ক 60

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ 60

সময় ও মূল্যবোধের পার্থক্য 62

পরিকল্পিতভাবে সময় পরিচালনার উপকারিতা: 63

সময় নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ 64

সময় নিয়ে মহাপুরুষদের উক্তি: 66

সময়: লক্ষ্য অর্জনের সহচর 69

কীভাবে সময় লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে? 69

উপসংহার: 70

তথ্যসূত্র: 71

ভূমিকা

TIME IS LIFE-সময়ই জীবন।মানুষের জীবনের ক্ষুদ্রতম ইউনিট হচ্ছে সময়। জীবনটা কিছু সময়ের সমষ্টি মাত্র। সে হিসাবে আমরা বলতে পারি, সময়ই জীবন, জীবনই সময়। কেউ যদি সময়কে গুরুত্ব দেয় বা সঠিক ব্যবহার করে প্রকারান্তরে সে জীবনকে গুরুত্ব দিবে। আর সময়ের অপব্যবহার মানে জীবনের অপব্যবহার।সময় মানুষের জীবনে এক অমূল্য সম্পদ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য সময়কে এক বিশাল নিয়ামত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। ইসলাম ধর্মে সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। একজন মুমিনের জীবনে সময়ের যথাযথ ব্যবহার যেমন তাকে আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত করতে পারে, তেমনই সময়ের অপব্যবহার তার জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।এতএব,আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। এর যথার্থ ব্যবহারের মধ্যেই আছে সাফলতা। আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার অগণিত নিয়ামাতের মধ্যে সময়ই সবচেয়ে দামি নিয়ামাত,এই মহামূল্যবান নিয়ামাতের উপরেই নির্ভর করছে আমাদের জীবনের সফলতা কিংবা ব্যর্থতা।আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় সময়ের গুরুত্ব, আমাদের হায়াতে জিন্দেগীর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন,আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে এই সময়ের বিষয়ে বার বার সতর্ক করেছেন।

একদা রসূলুল্লহ ﷺকে প্রশ্ন করা হলো, সৌভাগ্যবান কারা? তিনি ﷺ বললেন, সৌভাগ্যবান তারা, যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং তা নেক আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে। অতঃপর আবার জিজ্ঞেস করা হলো, দুর্ভাগা কারা? তিনি বললেন, দুর্ভাগা তারা যারা দীর্ঘায়ু পেয়েছে এবং তা বদ আমলে কাটিয়েছে বা আমলবিহীন অতিবাহিত করেছে। (তিরমিজি-২৩২৯, মুসনাদে আহমাদ-১৭৭৩৪)।

পৃথিবীর সফল মানুষের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা সময়কে গুরুত্ব দিয়েছে, তাই আজ সফল। জীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাইলে এবং পরকালে আল্লাহতা য়ালার প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য সময়কে যথার্থভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন।আল্লহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সময়ের শপথ করেছেন,বলেছেন- بسم الله الرحمن الرحيم

وَالعَصرِ.

إِنَّ الإِنسانَ لَفي خُسرٍ.

إِلَّا الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَتَواصَوا بِالحَقِّ وَتَواصَوا بِالصَّبرِ.

অর্থ: সময়ের কসম,নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত।তবে তারা ছাড়া যারা ইমান এনেছে,সৎকাজ করেছে,পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।(সুরা আসর)

এছাড়াও,হাদিসে রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, ‘রোজ হাশরে শেষ বিচারের দিনে প্রতিটি মানুষ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া এক পা পর্যন্ত নড়তে পারবে না। প্রশ্নগুলো হলো-তার জীবনকাল কী লক্ষ্যে কাটিয়েছে? যৌবনকাল কী কাজে ব্যয় করেছে? কোন পথে আয় করেছে? কী কাজে ব্যয় করেছে? জ্ঞান অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করেছে কিনা?’ (তিরমিজি ৪:৬১২/২৪১৬)।আহ্ অথচ, আজ আমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পেছনে ছুটছি।

ভুলে গেছি একদিন আল্লহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা সমাধিগুলো দেখতে পাও (তোমাদের মৃত্যু হয়)। এটি কখনো সংগত নয়! অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।আবারও বলি, এটি মোটেই সমীচীন নয়; তা তোমরা অনতিবিলম্বে জানতে পারবে। না, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহগ্রস্ত হতে না। তোমরা (সময়ের প্রতি উদাসীন কর্মে অবহেলাকারীরা) অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে (তাতে প্রবেশ করবে)। পুনশ্চ! অবশ্যই অতি অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম চাক্ষুষ দেখে (তাতে প্রবেশ করে তার শাস্তি ভোগ করে) প্রত্যয় লাভ করবে। অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।’ (সূরা ১০২ তাকাছুর, আয়াত : ১-৮)।

সময়কে কাজে লাগানোর অন্যতম উপায় হলো লক্ষ্য স্থির করা। লক্ষ্যহীন মানুষ সময়ের অপচয় করে। রসূলুল্লহ (ﷺ) বলেছেন, ‘তোমরা পাঁচটি জিনিসকে তার বিপরীত পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মূল্যায়ন কর ও তার সদ্ব্যবহার কর। তোমার যৌবনকে বার্ধক্যের আগে, সুস্থতাকে অসুস্থতার আগে, সচ্ছলতাকে দারিদ্র্যের আগে, অবসরকে ব্যস্ততার আগে, জীবনকে মৃত্যুর আগে।’ (বায়হাকি-১০২৪৮, মুসনাদে হাকিম-৭৮৪৬)।অন্যথায় এ সময়ের জন্য জন্য আফসোস করতে হবে। কারণ উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজটি করতে না পারলে, অসময়ে শত চেষ্টার পরও তা করা সম্ভব হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘(হে রাসূল ﷺ)যদি তুমি দেখতে! অপরাধীরা যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে মাথা নত করে বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম এখন তুমি আমাদের পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দাও, আমরা সৎকাজ করব। নিশ্চয়ই আমরা (এখন) দৃঢ় বিশ্বাসী (সূরা আস সাজদাহ : ১২)।

তাই এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় যতটুকু সময় পাওয়া যায় আল্লাহর পথে ব্যয় করা উচিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।’ (সূরা মুনাফিকুন : ১০-১১)।

এছাড়া,সর্বোত্তম যুগে তথা প্রথম যুগের মুসলিমরা সময়ের সাথে কীরকম আচরণ করতেন-তা এখন আমাদের চোখের সামনে। তারা সময়কে খুব হিসাবনিকাশ করে খরচ করতেন। টাকা-

পয়সা, ধন-সম্পদের চেয়ে সময়কে বেশি গুরুত্ব দিতেন। সময়ের প্রতিটি অংশকে কোনো না কোনো উপকারী কাজে ব্যয় করতেন। তা হতে পারে জ্ঞানার্জন অথবা কল্যাণমুখী কোনো কাজ। আবার হতে পারে আল্লাহর পথে জিহাদ, কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের ভিত নির্মাণ কিংবা মজবুত শিকড়বিশিষ্ট মাথা উঁচু করে রাখা এক সভ্যতার বিনির্মাণ।তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো সময়ের প্রতিটা অংশকে কোন না কোন উপকারী কাজে ব্যয় করা। তা হতে পারে জ্ঞান অর্জন অথবা কল্যাণমুখী কাজ অথবা আত্ম উন্নয়নমূলক কাজ অথবা আল্লাহর পথে জিহাদ। মানুষ যদি বুদ্ধিমান হতো! সুবহানাল্লহ!তাহলে আখেরাতের সঙ্গে এমন আচরণ করত, যেন আগামীকালই তার মৃত্যু হবে।

আহা!মানুষকে এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হবে না। তাই আসুন আলস্য, উদাসীনতা ও দুনিয়ার মোহ পরিহার করে সময়কে যথাযথ ব্যবহার করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার সুধা পান করি।

তাই,মহান মালিক আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টির জন্য সফলতার এই মহামূল্যবান চাবি 'সময়' কে নিয়ে,মুমিনের জীবনে সময়ের গুরুত্ব নিয়ে লিখার এই যাত্রা!আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সহজ করুক। আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের মানবজীবনে প্রকৃত সফলতা ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার তৌফিক দান করুক। আমিন।

সময়ের পরিচয়

সময়" বলতে আমরা বুঝি ঘটনাগুলোর ধারাবাহিক গতি বা প্রবাহ, যা এক মুহূর্ত থেকে আরেক মুহূর্তে অগ্রসর হয়। সময় আসলে এমন এক মাত্রা যা প্রতিটি ঘটনার সংঘটন বা পরিবর্তনকে এককভাবে আলাদা করে দেয়। এটি এমন একটি অবিরাম চলমান ধারাবাহিকতা, যেখানে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে আমরা আলাদা করে বুঝতে পারি।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আসরের শপথ করেছেন। আসর হলো সময়। সময়ই হচ্ছে মুমিনের পুঁজি। মুমিনকে তার মুনাফা অর্জন করতে হবে এ সময়ের মাঝেই। এর মাঝেই তাকে অর্জন করতে হবে নেক আমল। গোছাতে হবে তার আখিরাত। সময় মুমিনের জন্য সৌভাগ্যের নিদর্শন। কিন্তু দ্বীন থেকে যারা বিমুখ থাকে, সময় তাদের জন্য কেবলই দুর্ভাগ্যের। এর মাঝে যথার্থ শিক্ষা রয়েছে বিবেকবানদের জন্য। আর দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য রয়েছে বিস্মিত হওয়ার উপাদান।"

কুরআন-সুন্নাহে সময়ের গুরুত্ব, সময় থেকে উপকৃত হওয়ার উপায় উপস্থাপন করেছে আমাদের সকাশে। এক কথায় সময়ের প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে, সময় আল্লাহ-প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নিয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম।

এ বিরাট নিয়ামতের বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأمره إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

'তিনিই রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদকে তোমাদের উপকারে নিয়োজিত করেছেন। এবং তারকারাজিও তাঁরই নির্দেশের অধীন। বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।"(সুরা নাহল-আয়াত ১২)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شكورا

'যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায়, তাদের জন্য তিনিই রাত ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন পরস্পরের অনুগামীরূপে।"(সুরা আল ফুরকান-৬২)

সময়ের গুরুত্ব ও প্রভাব কতটুকু? এ প্রশ্নের উত্তরে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা অনেক সুরার প্রারম্ভে সময়ের কসম করে কথা শুরু করেছেন।

ফজরের কসম করে তিনি বলেন:

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

'শপথ ফজরের। শপথ দশ রাতের'।'"(সুরা ফাজর-১,২)

রাত ও দিনের শপথ করে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى

'শপথ রাতের যখন তা আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের যখন তা উদ্ভাসিত করে।(সুরা আল লাইল)

দিনের প্রথম অর্ধ নিয়ে শপথ করে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى '

শপথ পূর্বাহ্নের। শপথ রাত্রির, যখন তা গভীর হয়।"(সুরা দুহা)

ফজর, দুহা, রাত-দিন-এ সবই সময়ের বিভিন্ন অংশের একেকটি নাম। সময়ের বিভিন্ন অংশ নিয়ে আল্লাহ শপথ করেছেন, যাতে মানুষের দৃষ্টি সময়ের দিকে ফেরে। যাতে মানুষ সময়ের মাহাত্মা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে সময়ের সদ্ব্যবহারে রয়েছে কত শত উপকারিতা ও সুফল।'

'সময়ের চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই। সময় নিয়ে আল্লাহ শপথ করেছেন। আল্লাহর এ শপথ করা থেকে বোঝা যায়, দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা মানুষের সাথে লেগেই থাকবে। মানুষের ওপর দুর্ভাগ্য ও ক্ষতিগ্রস্ততা আপতিত হবেই। সময় নিয়ে আল্লাহ শপথ করেছেন-এ শপথ সময়েরই মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।

[বই: সময় কখনো ফিরে আসে না-লেখক শায়খ আব্দুল মালিক আল কাসিম]

মানবজীবন ও সময়

মানবজীবন ও সময় একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সময় মানবজীবনের এক অমূল্য সম্পদ, যা একবার চলে গেলে আর কখনো ফিরে আসে না। মানবজীবন মূলত সময়ের সীমিত একটি পরিসীমা, যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলে। এই সীমিত সময়ের মধ্যেই আমাদের সকল কর্ম, চিন্তা, ইবাদত, শিক্ষা ও জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করতে হয়।

মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর মধ্যেই জীবনের সফলতা এবং ব্যর্থতা নির্ভর করে। সঠিকভাবে সময়কে মূল্যায়ন করে যারা কাজে লাগাতে পারে, তাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হয়। আবার যারা সময়ের অপচয় করে, তাদের জন্য পরিণতি হয় হতাশাজনক।

মানুষের জীবন শিশুকাল, কৈশোর, যৌবন, এবং বার্ধক্য—এই বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি পর্যায়ে সময়ের ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব থাকে:

শিশুকাল: শিক্ষার ভিত্তি রচনা এবং নৈতিক মূল্যবোধ শেখার সময়।

কৈশোর: ব্যক্তিত্ব ও ভবিষ্যতের দিক নির্ধারণ করার গুরুত্বপূর্ণ সময়।

যৌবন: কর্মজীবনে প্রবেশ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী সময়। এই সময়ে মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে সবচেয়ে বেশি কর্মক্ষম থাকে।

বার্ধক্য: জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে উপলব্ধি করে আত্মিক শান্তি এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করার সময়

এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সময় দিয়েই মানুষকে পরীক্ষা করছেন,কে তার সময়কে কত উত্তমভাবে কাজে লাগাতে পারে,এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সুরা মূলকের ২ নাম্বার আয়াতে বলেছেন,

الَّذي خَلَقَ المَوتَ وَالحَياةَ لِيَبلُوَكُم أَيُّكُم أَحسَنُ عَمَلًا وَهُوَ العَزيزُ الغَفورُ

অর্থ: যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।

মানুষের জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান

পার্থিব এ জীবনই আমল চাষের সময়। আর আখিরাত হচ্ছে সাওয়াবের ফসল তোলার মৌসুম। তাই কোনো মুমিনের জন্য সময় নষ্ট করা ও সময়ের মতো অমূল্য পুঁজিকে অনর্থক খরচ করা মোটেই শোভনীয় নয়।আজ যারা সময়ের মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞাত-অচিরেই একদিন আসবে, যেদিন তারা সময়ের মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানতে পারবে। জানতে পারবে সঠিক সময়ে কাজ করার বহুমূল্যতা সম্পর্কে। মানুষ সময়ের মূল্য ঠিকই বুঝতে পারবে, তবে সেটা সময় চলে যাওয়ার পর। এ বিষয়েই কুরআন দুটি অবস্থানের কথা বর্ণনা করেছে, যে স্থানে এসে মানুষ লজ্জিত হবে। লজ্জিত হবে সময় নষ্ট করা ও অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করার জন্য।
সময়ের অপচয়ের কারণে দুটি সময়ে মানুষ ভীষণ লজ্জিত হবে-

১. জীবনের অন্তিম মুহূর্তে

যখন মানুষ পেছনে রেখে যাবে দুনিয়ার এ জীবনকে। এগিয়ে যাবে আখিরাত পানে। তখন সে আক্ষেপ করবে, যদি তাকে একটুখানি সময় দেওয়া হতো। যদি একটু সুযোগ দেওয়া হতো। তবে সে তার বিনষ্ট অবস্থা ঠিক করে নিত সংশোধন করে নিত ছুটে যাওয়া আমলগুলো।

২. আখিরাতের ভীষণ মুহূর্তে

আখিরাত। এটি সে সময়ের নাম, যখন প্রতিটি প্রাণকে তার কৃতকর্মের পুরোপুরি ফল দেওয়া হবে। আখিরাত সে সময়টির নাম, যখন প্রতিটি মানুষকে তার কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে। হয়তো সে জান্নাতবাসী হবে, অথবা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। তখন জাহান্নামিরা আফসোস করবে, যদি তাদের আরেকটি বার দুনিয়ার এ জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া হতো। তাহলে অবশ্যই তারা নতুন করে সৎ আমল করে নিজেদের শুধরে নিত।কিন্তু এ কেবলই দুরাশা। তাদের এ আবেদন ব্যর্থ। কারণ সময় কখনো ফিরে আসে না। আমলের সময় তো শেষ হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে প্রতিদানের সময়।
আমাদের এ সময়ে চোখ বুলিয়ে দেখি। সময়ের অবমূল্যায়ন ও সময়মতো কাজ করার প্রতি মানুষের শিথিলতা আজ কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে! এ সময়টা ঘাটতিতে পরিপূর্ণ। সময় এখন আরাম-আয়েশ ও অলসতায় পর্যবসিত। মানুষের দৃঢ়তা তলানিতে এসে ঠেকেছে। উচ্চ মনোবল আজ যেন মৃতপ্রায়।ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়, দিনের পর দিন শেষ হয়ে যায়; অথচ এসবের কোনো হিসেবই করি না আমরা। এতটা সময় নষ্ট হচ্ছে, অথচ কারও মাঝে নেই এতটুকু অস্থিরতাও। যেন কিছুই হয়নি!এ বেহালদশা কেবল এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। কোথায় নেক আমল করার মাধ্যমে সময়ের মূল্য দেওয়া হবে, সে জায়গায় একজন অপরজনকে ডেকে বলে-

চল একটু ঘুরে আসি। একটু আড্ডা না হলে জীবনটা চলে নাকি! ভাই আমার, মুমিনের কি কোনো অবসর সময় থাকে? মহান প্রভুর এ বাণীটি শুনুন-

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ - وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب

'কাজেই তুমি যখনই অবসর পাবে, ইবাদতে কঠোর শ্রমে লেগে যাবে। এবং তোমার রবের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করবে।'(সুরা আল ইনশিরাহ-৭,৮)

আপনি হয়তো মানুষের মাঝে ঘেরা থাকেন। ব্যস্ত থাকেন তাদের নিয়ে।ব্যস্ততা আপনাকে ঘিরে থাকে জীবনের প্রতিটি পদে পদে।'তবুও যখন এসব থেকে অবসর পান, যিনি আমাদের সাধনা ও পরিশ্রমের ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত, কষ্ট করে ও ক্লান্ত হয়ে করা ইবাদতের যিনি হকদার; একাকী-নিভৃতে মনোযোগ ও মনোনিবেশের সবটুকু পাওয়া যার অধিকার-অবসর সময়ে পুরোপুরি তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করুন।আহা!সময় চলে যায়। উদ্ভাসিত হয় দিনের আলো। ঘনিয়ে আসে রাতের অন্ধকার। দিন যায়। রাত হয়। কেটে যায় রাত-দিনের শত-সহস্র মুহূর্ত। সময় বিরতিহীন চলমান। দ্রুত অগ্রসরমান। কিন্তু এক সময় সময়ের এ সফর থেমে যায়। সফরের এ সময় মানুষ বাহনে থাকে। সফর শেষে বাহন থেকে অবতরণ করে।তাই আসুন,আমরা সময় সম্পর্কে সচেতন হই।

সময়ের তিন ভাগ:

'সময় তিন ভাগে বিভক্ত।

এক. যে সময় অতীত হয়ে গেছে।

দুই. যে সময় সামনে আসছে। এ সময়কে ভবিষ্যৎ বলে। বান্দা জানে না, সে সময়ে সে জীবিত থাকবে, কি থাকবে না। সে জানে না, সে সময়ে তার জন্য আল্লাহ কী ফয়সালা করে রেখেছেন।

তিন, যে সময় এখন কাটছে। একে বর্তমান বলে। একজন বান্দার উচিত, এ সময়ে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সাধনা করে যাওয়া। তার রব যে তাকে সর্বদা দেখছেন, সে কথা মনে রাখা।

যদি দ্বিতীয় কালটি না আসে, তবে সে যেন না আসার কারণে হতাশ না হয়। যদি দ্বিতীয় কালটি আসে, তবে এর অধিকার পূর্ণরূপে আদায় করে।

বান্দার আশা যদি থাকে পঞ্চাশ বছর বাঁচার, তবে যেন সে দীর্ঘ সময়ে রবের পর্যবেক্ষণে থাকার অনুভূতির ওপর দৃঢ় হয়। যেন সে সময়ের সদ্ব্যবহার করে পূর্ণরূপে। সে সব সময় এমনটাই মনে করবে যে, এখনই তার শেষ সময়।

হতে পারে এটিই তার অন্তিম মুহূর্ত। তাই সে কিছুতেই এমন কর্মে নিজেকে লিপ্ত করতে পারে না, যে কর্মে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যু তাকে পাকড়াও করুক সে এমনটা চাইবে না। বরং তার পুরো সময়টা সেই তিনটি অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে, যার ব্যাপারে রাসুল-এর নির্দেশনা এসেছে। রাসুল ﷺ বলেন:

মুমিনকে তিনটি অবস্থাতেই দেখা যায়। হয়তো সে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করছে, নয়তো সে জীবিকার জন্য কাজ করছে, নতুবা সে হালাল কোনো নিয়ামত উপভোগ করছে।

সময় পরিচালনার অর্থ

সময় পরিচালনার অর্থ হলো একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দিনের, সপ্তাহের বা মাসের প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে কাজগুলিকে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো হয় এবং প্রতিটি কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়, যাতে কোনো কাজ অসম্পূর্ণ বা পিছিয়ে না থাকে।

সময় পরিচালনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য আনতে সক্ষম হয়। সঠিকভাবে সময় পরিচালনা করলে জীবনের প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে ও সঠিক সময়ে সম্পন্ন করা যায়, যা সফলতার পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

সময় পরিচালনার মূলনীতি

১. উদ্দেশ্য নির্ধারণ: প্রথমে একটি স্পষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ঠিক করা প্রয়োজন। লক্ষ্য থাকলে সেই অনুযায়ী কাজগুলোকে সাজানো সহজ হয়।

২. কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ: কাজগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভাগ করা। যে কাজগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি, সেগুলো আগে সম্পন্ন করতে হয়।

সময় পরিচালনার উপকারিতা

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি: সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনায় কাজ দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে শেষ করা যায়।

মানসিক চাপ কমানো: পরিকল্পিতভাবে কাজ করলে শেষ মুহূর্তের চাপ বা দুশ্চিন্তা কমে।

সামগ্রিক সফলতা অর্জন: নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করে লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।

সময়ের অপচয় রোধ: সময় পরিচালনার মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় কাজ বা বিভ্রান্তি এড়ানো যায়।

সুতরাং, সময় পরিচালনার মাধ্যমে মানুষ তার মূল্যবান সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

১. অপ্রত্যাবর্তনীয়: সময় একমুখী, এটি অতীত থেকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত হয়। একবার চলে গেলে তা আর ফিরে আসে না।

২. অসীম: সময়ের কোনো শুরু বা শেষ নেই। এটি অবিরামভাবে চলছে এবং চলতেই থাকবে।

সময়ের মূল বৈশিষ্ট্য

৩. মূল্যবান: সময়ের মূল্য অপরিসীম, কারণ এটি আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান করে তোলে। একবার চলে গেলে তা আর ফিরে আসে না, তাই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সংক্ষেপে, সময় এমন একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা যা জীবনের প্রতিটি ঘটনা, মুহূর্ত এবং পরিবর্তনকে নির্দিষ্ট ক্রমে স্থাপন করে।

১.সময় অস্থায়ী।

২.সময় গেলে আর ফিরে আসে না।

৩.সময় মহামূল্যবান সম্পদ।

৪.সময়ের মাধ্যমে জীবন গঠিত হয়।

৫.সময় সর্বদাই চলমান, যার গতি রোধ করা যায় না।

সময়ের গুরুত্ব

সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এটি জীবনের অন্যতম মূল্যবান সম্পদ। সময় একবার চলে গেলে তা আর কখনো ফিরে আসে না, তাই সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেমন শিক্ষা, কর্ম, ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং ইবাদত—সবকিছুতেই সময়ের যথাযথ ব্যবহার সফলতা ও শান্তি নিয়ে আসে।

সময়ের গুরুত্বের প্রধান দিকগুলো

১. অমূল্য সম্পদ: সময় এমন একটি সম্পদ যা টাকা, ক্ষমতা বা অন্যকিছু দিয়ে কেনা যায় না। এটি প্রতিটি মুহূর্তে একমুখী ধারা অনুযায়ী চলে এবং চলে গেলে ফিরে আসে না।

২. সাফল্যের চাবিকাঠি: সময়ের সঠিক ব্যবহার ও পরিকল্পনা সফলতার পথে নিয়ে যায়। যারা সময়ের গুরুত্ব বোঝে এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তারা জীবনযাত্রায় সাফল্য অর্জন করে।

৩.জীবন ও বয়সের সীমাবদ্ধতা: মানুষের জীবনসীমা নির্দিষ্ট এবং এই সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যেই তাকে নিজের জীবনের লক্ষ্য পূরণ করতে হয়। তাই সময়কে সঠিকভাবে কাজে না লাগালে জীবনের লক্ষ্য পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. সম্ভাবনা ও উন্নতির মাধ্যম: সময়ের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন দক্ষতা অর্জন, জ্ঞান বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত উন্নয়ন সম্ভব হয়। সময়কে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগালে প্রতিটি দিনই এক নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে।

৫. শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীলতা: সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা একজন ব্যক্তির জীবনে শৃঙ্খলা আনে এবং তাকে দায়িত্বশীল হতে সহায়তা করে। যারা সময়ের সঠিক ব্যবহার করে, তারা দায়িত্বশীল ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করতে পারে।

৬.অপচয়ের পরিণতি: সময়ের অপচয় মানুষকে জীবনে পিছিয়ে দেয় এবং পরে হতাশার দিকে নিয়ে যায়। সময়কে অবহেলা করে যারা আলস্য বা অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকে, তারা জীবনে সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

সময়ের সদ্ব্যবহার:

সময়ের সদ্ব্যবহার বলতে বোঝায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো, যাতে কোনো সময়ই অপচয় না হয় এবং জীবনের লক্ষ্য পূরণের পথে এগিয়ে যাওয়া যায়। সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগালে জীবন হয়ে ওঠে সাফল্যমণ্ডিত, অর্থবহ এবং পরিপূর্ণ। ইসলামেও সময়ের সদ্ব্যবহারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যেখানে সময়কে আল্লাহর দান হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং এর যথাযথ ব্যবহার করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সময়ের সদ্ব্যবহারের উপায়

১. উদ্দেশ্য নির্ধারণ: জীবনে একটি স্পষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকা সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে। কোনো কাজ করার আগে তার সঠিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করলে তা সহজে সম্পন্ন করা যায়।

২. পরিকল্পনা করা: দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পরিকল্পনা তৈরি করে কাজগুলোকে ভাগ করে নেওয়া। প্রতিদিনের কাজের একটি তালিকা করলে কোন কাজ কখন করতে হবে তা পরিষ্কার থাকে।

৩. অগ্রাধিকার নির্ধারণ: কাজগুলোকে গুরুত্ব অনুযায়ী ভাগ করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আগে সম্পন্ন করা উচিত। এভাবে

নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ: প্রতিটি কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বা ডেডলাইন নির্ধারণ করে কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করা উচিত। এতে কোনো কাজ অসম্পূর্ণ থাকে না।

৫. অলসতা পরিহার: অলসতা সময়ের সবচেয়ে বড় অপচয়কারী। অপ্রয়োজনীয় কাজ ও অলসতা এড়িয়ে চললে প্রতিটি মুহূর্ত কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যায়।

৬. জ্ঞান অর্জন ও দক্ষতা উন্নয়ন: সময়ের সদ্ব্যবহার করে নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করা, বই পড়া বা ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা উচিত। এতে জীবনের মূল্যবান সময়গুলো কার্যকরীভাবে কাজে লাগানো যায়।

বিশ্রাম ও বিশুদ্ধি: শরীর ও মনের সতেজতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত বিশ্রাম ও মানসিক বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাতে কাজের উৎপাদনশীলতা বাড়ে।

সময়ের মূল্য:

মহাকাল ছুটিছে অনন্ত ধায় কেহ তারে ধরিতে নাহি হায়।" যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল তার আগ থেকে সময় তার নিজের গতিতে চলছে তো চলছেই। তার যাত্রা অসীমে। সারা জীবন ধরে কেউ যদি অধ্যাবসায় করে তবু সময় কে তার গতি থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। কেউ সময়কে আটকে রাখতে পারবেনা।

সময় হচ্ছে অমূল্য একটি সম্পদ। যাকে কখনো কেউ কিনতে পারবেনা। পৃথিবীতে অনেক কিছু কেনা গেলেও এই অমুল্য সম্পদ কে কখনো কেনা সম্ভব নয়। অনেক কিছুর আর্থিক মূল্য নিরুপন করা গেলেও সময়ের যে মূল্য রয়েছে তা নিরুপন করা সম্ভব নয়। বহমান নদী যেমন সাবলীল এবং প্রবাহমান সময় ঠিক তেমনি। এক সেকেন্ডের জন্যেও তার স্থির হওয়ার অবকাশ নেই। মানুষ এবং এই পৃথীবির সব কিছু একদিন থেমে যাবে কিন্তু দুরন্ত এই সময় তার গতিতে চলতেই থাকবে। তাই কবি Banjamin Franklin লিখেছেন- "You can't keep today's hour for tomorrow." অর্থাৎ আজকের কাজ কালকের জন্য রেখনা। আজ যে কাজটি করবে বলে কালকের জন্য রেখে দিবে কাল সেই কাজ করার সময় ও সুযোগ নাও পেতে পার। প্রকৃতির নিয়মে সময়ের সাথে সাথে আমাদের কাজও শেষ করা উচিৎ। কিন্তু সেটা অবহেলায় যদি কালকের জন্য ফেলে রাখি তাহলে এই সেই কাজ কখনোই সম্পন্ন করা হবেনা। এক সময় অন্য কাজের নিচে চাপা পরে যাবে। তাই সময়ের কাজ সময়ে করা উচিৎ।

সময়ের মূল্য অপরিসীম, কারণ একবার চলে গেলে তা কখনো ফিরে আসে না। সময় এমন একটি সম্পদ যা টাকা, ক্ষমতা বা অন্যকিছু দিয়ে ফেরত পাওয়া যায় না। এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। যারা সময়ের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে এবং সেটি যথাযথভাবে কাজে লাগায়, তারা জীবনে উন্নতি ও সাফল্যের শিখরে পৌঁছায়।

কেন সময় এতো মূল্যবান?

সীমিত সম্পদ: সময় একটি সীমিত সম্পদ। আমাদের কাছে অসীম পরিমাণ সময় নেই।
অপ্রতিস্থাপনীয়: একবার চলে যাওয়া সময়কে আর ফিরিয়ে আনা যায় না।
সবকিছুর মূল: সব কাজ করার জন্য সময়ের প্রয়োজন।
সফলতার চাবিকাঠি: সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে সফলতা অর্জন করা সম্ভব।
সময়ের মূল্য কীভাবে বুঝব?
সময়ের হিসাব: প্রতিটি কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করে কাজ করুন।
অপ্রয়োজনীয় কাজ এড়ানো: যা জরুরি নয়, তা এড়িয়ে চলুন।
লক্ষ্য নির্ধারণ: আপনার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন এবং সে অনুযায়ী সময় ব্যবহার করুন।
সময়ের পাত্র: সময়কে একটি মূল্যবান পাত্রের মত মনে করুন এবং তা অপচয় করবেন না।

ছাত্রজীবনে সময়ের মূল্যঃ

ছাত্রজীবন কে বলা হয় জীবন সংগ্রামের প্রস্ততির সময়। এই সময় আমরা নিজেকে যেভাবে পরিচালিত করব ভবিষ্যতে ঠিক সেরকম ফলাফল পাব। এই সময় যে বীজ বপন করা হয় ভবিষ্যতে ঠিক তেমন ফল পাওয়া যায়। ছাত্রজীবনে অধ্যায়ন হচ্ছে প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। প্রতিদিনের পড়া পরবর্তী সময়ের জন্য ফেলে না রেখে প্রতিদিন শেষ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

ছাত্রজীবনে পাঠাভ্যাসের পাশাপাশি শরীরচর্চা, চরিত্রগঠন এবং সংযমের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এক জন ছাত্র তার ছাত্রজীবনে যত পরিশ্রম করবে তার কর্মজীবন তত সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এই সাফল্য নির্ভর করে একজন ছাত্রের সময়ের সঠিক মূল্যায়নের উপর। সুতরানফ, শৈশব থেকে সময়ের প্রতি সবার শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিৎ। ছাত্রজীবনে যারা সময় নষ্ট করেনা, দৈনন্দিন কর্মসূচিকে অবহেলা করেনা তারাই ছাত্রজীবনে সোনার কাঠির পরশ পায়। তাইতো এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বলেছেন, " সময়ের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, তারাই পৃথিবীতে নিঃস্ব, বঞ্চিত ও পরমুখাপেক্ষী।"

জাতীয় জীবনে সময়ের মূল্যঃ

ছাত্রজীবনের মত জাতীয় জীবনে সময়ের মূল্য অপরিসীম। যে জাতি কর্মতৎপর নয় সে জাতি কখনো এগিয়ে যেতে পারেনা। তাদের জীবনে শুধু পতন আছে কোনো উত্থান থাকেনা। একটি জাতি আলস্য, ঔদাসীন্য, অনিয়মানুবর্তিতার কারনে চিরতরের জন্য একটি সভ্যতা থেকে মুছে যেতে পারে। আমাদের দেশের সাথে যদি উন্নত দেশ গুলোর তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে তারা সময়ের ব্যপারে অনেক সচেতন, সবাই প্রচন্ড অধ্যাবসায়ী। কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা সবার কাছেই অলস হিসেবে পরিচিত। কারন আমাদের কোনো সময় জ্ঞান নেই। পরনিন্দা, পরচর্চা করে আমরা আমাদের সময়কে হেলায় নষ্ট করি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারনে জাপান একদম নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাদের সময়নুবর্তীতার কারনে আজ তারা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছে। আজ তারা বিশ্ব দরবারে মাথা উচু করে দাড়িয়েছে। তাই আমরা যদি আমাদের দেশের উন্নতি করতে চাই জাতি হিসেবে নিজেদের জাপানিদের মত উন্নত করতে চাই তাহলে অবশ্যই সময়কে গুরুত্ব দিতে হবে এবং সময়ের কাজ সময়ে করতে হবে। তাইতো স্পানিশ দার্শনিক ব্যালটাজার গার্সিয়ান বলেছেন, "যার হাতে কিছুই নেই, তার হাতেও সময় আছে। এটাই আসলে সবচেয়ে বড় সম্পদ"

মুমিন জীবনে সময়ের মূল্য

সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদিস

আমাদের জীবনে সময়ের মূল্য ও সময়ের গুরুত্ব নিয়ে কুরআনের আয়াত এবং আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদ (সা) সময়ের গুরুত্ব নিয়ে হাদিস কি বলেছেন তা জানবো। মুমিন জীবনে সময়ের মূল্য কতটুকু ও সময়ের গুরুত্ব দারসুল হাদিস আলোচনা করাবো।

হাদিসের আলোকে সময়ের গুরুত্ব

عَنْ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : " اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَياتَكَ قَبْلَ مَوْتِك " (أخرجه الحاكم في المستدرك رقم)7846

সময়ের মূল্য নিয়ে হাদিস :

প্রসিদ্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: কোন এক ব্যাক্তিকে রাসূল স: উপদেশ দেওয়ার সময় বললেন: তুমি পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব

দাও।

(১) বার্ধক্য আসার পূর্বে তোমার যৌবনে গুরুত্ব দাও

(২) অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে গুরুত্ব দাও

(৩) দারিদ্রতা আসার আগে তোমার সচ্ছলতাকে গুরুত্ব দাও

(৪) তোমার ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরতার প্রতি গুরুত্বারোপ করো

(৫) এবং তোমার মৃত্যু আসার আগেই তোমার জীবনের গুরুত্ব দাও। মুসতাদরিক ৭৮৪৬।

হাদিসে সময়ের মূল্য

আল্লাহর রাসূল স: হাদীসের শুরুতে বলেছেন اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ অর্থাৎ পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব দাও। তিনি চাইলে এখানে احفظ অর্থাৎ সংরক্ষণ কর অথবা বলতে পারতেন اهتم অর্থাৎ গুরুত্ব দাও । যদিও হাদীসের শাব্দিক অর্থে اهتم তথা গুরুত্ব দাও অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। মূলত রাসূল স: বুঝাতে চেয়েছেন উল্লেখিত পাঁচটি বিষয় গনিমতের মতো যা মানুষ কোন রকম হিসেব ছাড়া লাভ করে। পবিত্র কুরআনে এই শব্দটি ব্যবহার হয়েছে গনিমত তথা যুদ্ধলব্দ সম্পদ হিসেবে।

গনিমত শব্দের ব্যবহারে আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ অর্থাৎ: আরো জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা কিছু তোমরা (গনীমত) লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রসূলের, রসূলের নিকটাত্মীয়, পিতৃহীন এতীম, দরিদ্র এবং পথচারীদের জন্য। (সূরা আনফাল: ৪১) । অত্র হাদীসে আল্লাহর রাসূল স: বুঝাতে চেয়েছেন যে গনিমতের সম্পদ যেমন মানুষ লুপে নেয়, সবছেয়ে দামিটাকে আগে প্রাধান্য দেয় তেমনি মানুষের উচিৎ তার জীবন চলার পথে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের আগে পাঁচটি বিষয়কে গনিমতের মত লুপে নেওয়া। মানুষ যেন এই পাঁচটি বিষয়কে আকর্ষণীয় সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। গনিমতের মাল যেমন পিছনে ফেলে আসলে আর ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা তেমনি উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ পাঁছটি বিষয় মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে গেলে তা ফিরে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

হাদীসে রাসূল স: মানুষের জীবনের মৌলিক পাঁচটি সময়কে উল্লেখ করে তার প্রতি গুরুত্বারোপের কথা উল্লেখ করেছেন।

যৌবনে সময়ের মূল্য

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ তোমার বার্ধক্য আসার আগেই তোমার যৌবনের গুরুত্ব দাও। অর্থাৎ যৌবন নামক যে গনিমত তোমাকে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন তা ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তুমি তার ফায়দা লুফে নাও কারণ তোমার বার্ধক্য তোমাকে আর তোমার যৌবনে ফিরে আসতে দিবেনা। তুমি তোমার যৌবনেই আল্লাহর আনুগত্যে সময় ব্যয় কর। আল্লাহর রাসূল স: যৌবনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন কারণ এই বয়সেই মানুষ তার মনের মতো করে সবকিছু সাজিয়ে নিতে পারে। এই বয়স পার হয়ে গেলে সে তার জীবনের অসংখ্য চাহিদা পূরণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

একজন বৃদ্ধ যেমন যুবকের মতো হাড্ডি চিবিয়ে খাওয়া দেখে আপসোস ছাড়া আর কিছূই করতে পারে না। ঠিক তেমনি যৌবন পার হয়ে বার্ধক্যে এসে গেলে অসংখ্য অগনিত কাজের ইচ্ছা থাকা

সত্তেও সে তা বাস্তবায়ণ করতে পারে না। কারণ তখন তার মন সায় দিলেও তার দেহ তাকে সায় দেয় না। তাই যৌবনের ইবাদতর প্রতি আল্লাহর রাসূল স: বলেছেন: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ طَاعَةَ اللهِ ....رواه البخاري আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেয়ামতের দিন সাত ব্যাক্তিকে তাঁর ছায়ায় ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যাতিত আর কোন ছায়া থাকবেনা । তার মধ্যে প্রথম হলো ন্যায় পরায়ণ বাদশা আর দ্বিতীয় হলো যে তার যৌবন আল্লাহর আনুগত্য তথা ইবাদতে কাটিয়ে দিয়েছে... (বুখারী)।

অন্য হাদীসে রাসূল স: বলেন

لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، حَتَّى يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسٍ عن عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَمَا عَمِلَ فِيمَا علم - ترمذي অর্থাৎ : কোন বনী আদম কেয়ামতের দিন তাঁর রবের নিকট থেকে এক কদম ও নড়া ছড়াও পারবে না যথক্ষণ না সে পাঁছটি প্রশ্নের উত্তর দিবে একটি হলো সারাটা জীবন সে কোন পথে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে তার যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে?.... (তিরমিজী)। আল্লাহর রাসূল স: অত্র হাদীসদ্বয়ে যৌবনের ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন কারণ যৌবনে মানুষ যেভাবে প্রতিটি ইবাদত যথাযথভাবে করতে পারে পড়ন্ত বয়সে তেমন করতে পারে না। যৌবনকালে চাইলে হিমালয় পর্বত জয় করা সম্ভব কিন্তু বার্ধক্যে হিমালয় পর্বততো দূরের কথা সমতলে হাঁটতেও হাঁপিয়ে ওঠে। আজ আমাদের সমাজে যুব সমাজকে টার্গেট করে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের শয়তানী কার্যকলাপ পরিচালনা করে আসছে।

সুস্থতায় সময়ের মূল্য

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ صِحَّتُكَ قَبْلَ سُقْمِكَ তোমার অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে গুরুত্ব দাও। সুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এক বিশাল নেয়ামত। সুস্থ অবস্থায় একজন মানুষ যেভাবে ইবাদত করতে পারে অসুস্থ অবস্থায় সেভাবে পারে না। শুধু ইবাদতই নয়, মানুষ তার কোন কাজ-কর্মই সঠিকভাবে করতে পারে না। কখনো কখনো মানুষ তার প্রচন্ড অসুস্থতায় আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে। মানুষ যখন সুস্থ থাকে তখন সে এ সুস্থতাকে তেমন মূল্যায়ণ করে না। আর যখনই সে কোন রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সে চরম হতাশ হয়ে পড়ে ।সে মনে করে তার রোগটাই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন রোগ । তারা যন্ত্রনাই কঠিন যন্ত্রনা। অথচ সুস্থ থাকা অবস্থায় সে একে তেমন কোন রোগই মনে করতো না। এই কারণেই রাসূল স: বলেছেন: نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: اَلصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ (رواه البخاري) মানুষের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ দুটি নেয়ামতের খুব অবহেলা করে- একটি হলো সুস্থতা অপরটি হলো অবসরতা (বুখারী)।

অসুস্থতার আগে সুস্থতার গুরুত্ব ঐ পরীক্ষার্থীই সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারবে যে কিনা পরীক্ষার আগের দিন পড়বে বলে তার সকল পড়া জমা করে রেখে ছিল কিন্তু কোন কারণে সে পরীক্ষার

আগের দিন এতো বেশি অসুস্থ হলো যে পড়াতো দুরের কথা পড়ার টেবিলেও বসতে পারেনি। তখন তার কাছে মনে হবে তার সুস্থতার সময়েই সে পড়াটা পড়ে রাখলে সবচেয়ে ভালো হতো। এজন্যই বলা হয় "সুস্থতা স্বাস্থের মাথার উপর এমন একটা মুকুট যা অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া কেউ দেখতে পায়না"। সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিৎ তার সুস্থতাকে গুরুত্ব দিয়ে সে তার রবের দেওয়া সকল দায়িত্ব পালন করে নেওয়া। কারণ সুস্থ অবস্থায় ইবাদতের যে পরিপূর্ণতা আসে তা অসুস্থ অবস্থায় আসে না।

সচ্ছলতায় সময়ের গুরুত্ব

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ অর্থাৎ তোমার দারিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে গুরুত্ব দাও। একজন প্রকৃত বুদ্ধিমান ধনী কখনই তার ভবিষ্যত সম্পর্কে উদাসীন থাকে না। সে তার আগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তার অর্জিত সম্পত্তির পুরোটাই ব্যয় না করে কিছু কিছু করে সে সঞ্চয় করে রাখে। অথবা তার অতীব প্রয়োজনীয় কাজ গুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সে তার সচ্ছলতার সময় সম্পন্ন করে ফেলে। ঠিক তেমনি একজন সচেতন মুমিন মুসলিমও তার সচ্ছলতার সময় সে তার সম্পত্তি থেকে আল্লাহর রাহে দান করে,গরীব অসহায় মানুষের প্রতি দয়া করে তার মৌলিক ইবাদত তথা যকাত আদায় করে, হজ্জ পালন করে। বুদ্ধিমান সে মহান আল্লাহ তায়ালার দেয়া বিশেষ অফার গ্রহণ করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍأَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم (অর্থাৎ আল্লাহর পথে যারা তাদের সম্পদ থেকে দান করে তাদের দানের উদাহরণ হলো একটি বীজের মতো যা বপন করার পর তা থেকে সাতটি শীষ বের হয় আর প্রতিটি শীষ থেকে বের হয় আরো একশত দানা। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে দ্বিগুন করে দেন। আর আল্লাহ তায়ালা বিশাল ও মহাজ্ঞানী (সূরা আল বাকারা: ২৬১)।

কুরআনে সময়ের মূল্য

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ- وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ– অর্থাৎ :আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (তখন আল্লাহ প্রতিত্তরে বলবেন) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন। (সুরা মুনাফিকুন: ১০-১১)। অতএব সচেতন ও সচ্ছল মুমিনের উচিৎ তার মৃত্যু বা অসচ্ছলতা আসার আগেই সে আল্লাহর পথে তার সম্পদ দান করবে।

অবসরে সময়ের মূল্য

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ অর্থাৎ তুমি তোমর ব্যস্ততা আসার আগে তোমার অবসরতাকে গুরুত্ব দাও। কারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি অবহেলা করে তার অবসরতাকে। অবসর সময়তে মানুষ বেশি আল্লাহর থেকে বেশি গাফেল থাকে। একারণে আল্লাহর রাসূল স: বলেছেন: (قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ রাসূল স: বলেছেন: দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে মানুষ সবচেয়ে বেশি বেখবর! একটি হলো তার সু-স্বাস্থ্য অপরটি হলো অবসরতা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তার রাসূল কে লক্ষ করে বলেন: فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب (কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও। এবং নিজের রবের প্রতি মনোযোগ দাও। (সুরা ইনশিরাহ: ৭-৮)।

সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের উচিৎ তার সময়কে যথাযথ কাজে লাগানো এং অবসরতাকে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে ব্যয় করা। কারণ তাকে অযথা অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ তারা কি ধারণা করে নিয়েছে তাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে । তাদেরকে আমার দিকে ফিরে আসতে হবেনা? (সূরা আল-মুমিনূন: ১১৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ মানুষকে ধারণা করে নিয়েছে তাকে এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হবে। (সূরা কেয়ামাহ : ৩৬)

দুনিয়াতে সময়ের মূল্য

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ حَياتَكَ قَبْلَ مَوْتِك অর্থাৎ তোমার মৃত্যু আসার আগে তুমি তোমার জীবনকে গুরুত্ব দাও। কেননা যখন মৃত্যুর দূত আসবে তখন কোন অযর আপত্তিই মানুষকে তার মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ، وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُهَآ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ অর্থাৎ: আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।(সুরা মুনাফিকুন: ১০-১১)

যখন মানুষের নিকট মৃত্যু উপস্থিত তখন দুনিয়াতে আল্লাহকে অস্বীকারকারীগন আল্লাহর কাছে দুনিয়ার আবার দুনিয়াতে ফিরে আসার সুযোগ প্রার্থনা করবে। নষ্ট করে ফেলা কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা প্রত্যখ্যান করবেন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ অর্থাৎ যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলেঃ হে আমার পালণকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (সূরা আল মুমিনূন: ৯৯-১০০)।

সময়ের মূল্য নিয়ে বাংলা প্রবাদ :

বাংলায় প্রবাদ আছে "সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়"। কেয়ামতের মাঠে যখন সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে তখন অবিশ্বাসীগণ আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাবে তাদের আবার দুনিয়াতে পাঠাবে, তারা দুনিয়ায় এসে সৎকাজ করে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করবেন।

আল্লাহ তায়ালা তাদের কথাকে কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ অর্থাৎ (হে রাসূল) যদি তুমি দেখতে! অপরাধীরা যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে মাথা নত করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম এখন তুমি আমাদের পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দাও, আমরা সৎকাজ করব। নিশ্চয়ই আমরা (এখন) দৃঢ় বিশ্বাসী (সূরা আস সাজদাহ : ১২) ।

মোদ্দা কথা হলো জীবনের প্রতিটি সময় আল্লাহর দেওয়া বিশেষ নেয়ামত, এটি মানুষের জীবনে অমূল্য সম্পদ। যার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা সূরা আসরের শুরুতে শপথ করেছেন। তাছাড়া আরো বিভিন্ন সূরায় আল্লাহ তায়ালা দিনের শপথ ,কখনো রাতের শপথ, আবার কখনো দ্বি-প্রহরের সময়ের শপথ, কখনো মধ্য রাতে,আবার প্রভাতের শপথ করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোঝাতে চেয়েছেন মানব জীবনে সময়ের গুরুত্ব অনেক বেশি।

সূতরাং কোন বিবেকবানের উচিৎ নয় সকালে তার কাজের জন্য বিকেলের অপেক্ষা করা। কারণ হতে পারে আজকের সকালটিই তার জন্য শেষ সকাল আর হয়তো বিকাল খুঁঝে পাবেনা। হযরত আলী রা: বলেন: : النَاسُ نِيَامٌ فإذا مَاتُوا انتَبَهُوا অধিকাংশ মানুষ তার মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন, যখনই তার মৃত্যু আসে তখন সে হাহুতাস করতে করতে লজ্জিত হয়। সে ভাবে আগামী কাল সে ভালো কাজ করবে। অথবা আজকের পর থেকে সে আর মন্দ কাজ করবে না। কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয় হলো তার মৃত্যু হঠাৎ এসে তার সকল পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়।

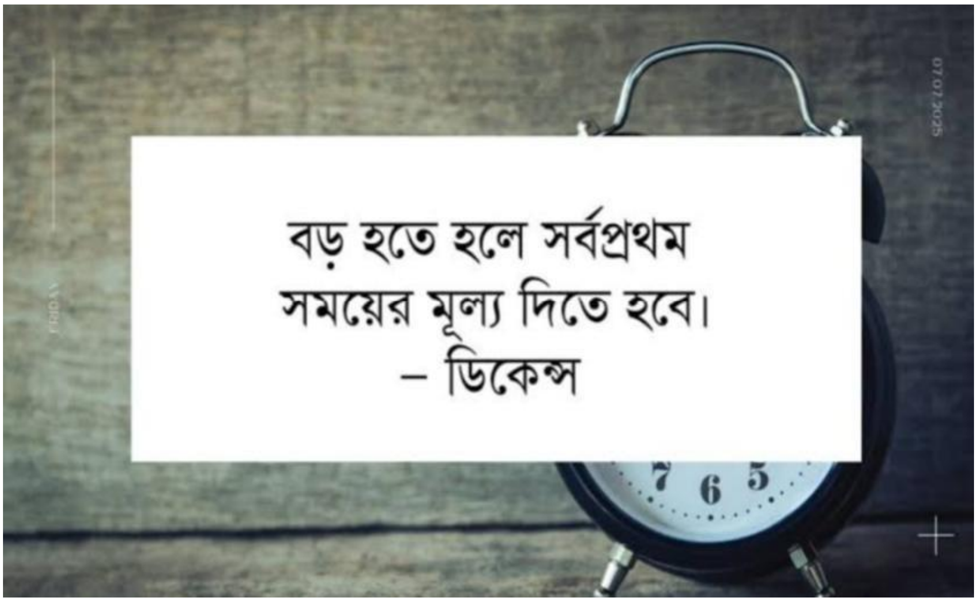

এছাড়া তাফসীরে ইমাম রাজী রহ: সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে সূরা আসরের তাফসীরের কথা উল্লেখ করে বলেন: আমি একদিন বাজারে গিয়ে দেখি এক বরফ বিক্রেতা চিৎকারে করে বলেন কে আছ পুঁজি হারানো লোকটির প্রতি রহম করো। অর্থাৎ সূর্য্ উঠার সাথে সাথে তার বরফ গলতে শুরু করছে। অর্থাৎ তার পুঁজি গলে যাচ্ছে। আমাদের জীবনের সময় বরফ খন্ড গলার মতো যা প্রতিনিয়ত ইতিহাসের অতর গহবরে হারিয়ে যাচ্চে। সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিৎ তার জীবনের প্রতিটি সময়েকে গুরুত্ব দেওয়া।

সময়ের গুরুত্বের শিক্ষা

এই শিক্ষা আমাদের যথাযথ ব্যবহার করা। কাজটি আজ নয় আগামী কাল করব, এমন কথা না বলা। আখেরাতের চিন্তা নিয়ে সময়ের সৎ ব্যবহার করা। ইবাদতের জন্য আগামীকালকে নির্ধারণ না করা। এ অবস্থায় প্রতিটি যুবকের উচিৎ তাদের শত্রুকে চেনা এবং তাদের এড়িয়ে চলা। সুতরাং যুবকদের উচিৎ যৌবন নামক সোনালী সময়কে গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। এবং ক্ষেত্রে সমাজে প্রতিষ্ঠিত সকল পাপাচার মুলৎপাটনে সর্বচ্ছো চেষ্টা করা।**(৩)**

সময়ের অনুভূতি-সময়ের মূল্যায়ন

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। জনৈক ব্যক্তি কোথাও একটি অতি মূল্যবান হীরকখন্ড পেল। সে তা নিয়ে এক জহুরীর নিকট গেল এবং হীরকখন্ডটি সম্পর্কে জানতে চাইল। জহুরী তাকে বলল, এর প্রকৃত মূল্য তখনই হবে যখন এর উপর কারুকার্য খচিত হবে। তবে এ কাজ অত্যন্ত জটিল ও স্পর্শকাতর। এর জন্য মোটা অংকের পারিশ্রমিকও গুণতে হয়। লোকটি জহুরীর কথায় হীরার মূল্য উপলব্ধি করতে পারল এবং এ কাজের জন্য যে কোনো পারিশ্রমিক দিতে রাজি হয়ে গেল। জহুরীকে সাথে করে নিজের বাড়ি নিয়ে এল। জহুরীর একটি গুণ এই ছিল যে, সে গানও জানত। কথাবার্তার এক ফাঁকে লোকটি তাকে একটি গান শোনানোর আবেদন করল। জহুরী একটি গানের সুর ধরে গাইতে শুরু করল। এদিকে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। গান শেষ করে জহুরী বলল, আমার পারিশ্রমিক দিন, আমার সময় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এ কথা শুনে লোকটি অবাক-বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল, কীসের পারিশ্রমিক? আপনি তো এখনও হীরকখন্ডটি স্পর্শই করেননি! এবার জহুরী বলল, 'আরে, মূল্য তো সময়ের হয়। আর আমি তা দিয়েছি। সুতরাং আপনাকে এখন তার মূল্য দিতে হবে।' ফলে বাধ্য হয়েই তাকে এর পারিশ্রমিক পরিশোধ করতে হল।

দেখুন, লোকটি হীরার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করতে পারলেও সময়ের মূল্যের কোনো অনুভূতিই তার ছিল না।

একই অবস্থা আমাদেরও। আমাদের পিছিয়ে পড়ার একটি বড় কারণ এই যে, আমরা সময়ের মূল্য অনুধাবন করতে পারি না এবং সময়ের যথাযথ ব্যবহার করতে জানি না। বর্তমান বিশ্ব যে বুরাকের গতিতে এগিয়ে চলেছে, এক সময় তা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি এ সবকিছুকেই বাস্তব করে দেখিয়ে দিয়েছে।

বড় পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান সময়ের এসব তাক লাগানো প্রযুক্তি ঐ লোকেরাই ব্যবহার করছে, যারা গোটা বিশ্বকে ধ্বংসের গহবরে নিক্ষেপ করতে চায়। আর গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়ার কথা যে জাতির, সে জাতি আজ রিক্তহস্ত।

একটি প্রসিদ্ধ ফার্সী উক্তি আছে-

'যদি একটি মুহূর্ত উদাসীন থাকি, তবে হাজার মাস পিছনে পড়ে যাব।'

এটি একটি বাস্তব সত্য যে, কখনো কখনো মানুষ মুহূর্তের ভুলের কারণে শত বছর পিছিয়ে পড়ে। প্রকৃত বুদ্ধিমান তো সে-ই, যে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে পূর্ণ দৃঢ়তা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ভবিষ্যতের পথে চলে। এক-একটি মুহূর্ত হিসাব করে খরচ করে আর সময়কে অধিক থেকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে সচেষ্ট হয়।

একটি উর্দূ প্রবাদ হল-

'অদৃষ্টের হাতে সেই জাতি তরবারীসদৃশ, যারা প্রতি মুহূর্তে নিজেদের কাজ-কর্মের হিসাব কষে।'

আলাহ তাআলা সূরা 'আছর' এর মধ্যে মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততার কথা বলার সময় যুগ-সময়ের শপথ করেছেন। তা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সময় যা মানুষ লাভ করে তা অনেক বড় ও অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর সঠিক মূল্যায়নকারী ও যথার্থ ব্যবহারকারী অনেক কিছুই হতে পারেন। আর যে এর প্রতি উদাসীন, হেলায়-খেলায় যে তা কাটিয়ে দেয় সে মূলত নিজেরই অধঃপতন ডেকে আনে।

এ সময়জ্ঞান সর্বপ্রথম যে জাতির হওয়া উচিত ছিল সে হল মুসলিম জাতি। অথচ আজকের সমাজে সম্ভবত মুসলমানদের মাঝেই এ অনুভূতি সবচেয়ে কম বলে মনে হয়। যখন অন্যান্য জাতি নিজ নিজ লক্ষ্যের পথে জান-প্রাণ দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে- তাদের উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন্ তখনও কিন্তু মুসলিম জাতি, যাদের সামনে রয়েছে অভিষ্ট লক্ষ্য, তাদের মাঝে এ অনুভূতিই জাগে না যে, সময় নিজের বয়ে চলেছে। অথচ তা থেকে কোনো সুফল গ্রহণ করা হচ্ছে না।

এটি একটি ব্যাপক অবস্থা। তবে এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। আজকের এ আঁধার রাতে স্থানে স্থানে কিছু প্রদীপ জ্বলছে, কিন্তু তা ঐ আঁধারের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রদীপরশ্মির আরো প্রখরতার প্রয়োজন। বিশেষত যখন ঐ প্রদীপগুলো নেভানোর জন্য পাগলা হাওয়ার এলোমেলো ঝাপটা এসে পড়ছে।

ঈমানের বাতি প্রজ্জ্বলন করা, তার আলোকরশ্মিকে আরো প্রখর করা এবং আরো অসংখ্য বাতি জ্বালানোর জন্য প্রয়োজন নিজেকে মোমের মতো বিলীন করে দেওয়ার অনুপ্রেরণা। আঁধারে চারদিক ছেয়ে যাওয়ার এ বর্তমানে আলো-আঁধারের এটি একটি দ্বন্দ মাত্র। এ পরিস্থিতিতে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ঈমানদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল, সময়ের প্রকৃত মূল্য

অনুধাবন করা এবং একটি মুহূর্তও যেন নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা। আলাহপ্রদত্ত যোগ্যতাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হলে ঈমানের রশ্মিতে প্রখরতা আসবে। আর যে কোনো আঁধারের মোকাবেলা করা সহজ হবে।

সময়ের সঠিক মূল্যায়নের এটি একটি সাধারণ ফায়দা। ব্যক্তিগতভাবে যদি ভেবে দেখা যায় তাহলে অনুমিত হয় যে, এক একজন মানুষের জন্য সময়ের মূল্য কত অধিক। অথচ তা কীভাবে অপব্যবহার ও বিনষ্ট করা হচ্ছে। কখনো কখনো মাথায় এ ভাবনার উদয় হয় যে, এ কাজটি যদি এখন না করি তাহলে তাতে এমন কী আর এসে যায়? সামনে আরো অনেক সময় আছে। কিন্তু একটি বারের জন্যও এ ধারণা হয় না যে, এখন আর ভবিষ্যতের সময় দুটি তো এক নয়। দুটিই তো নিজ নিজ স্থানে অতি মূল্যবান। যে সময়টুকু চলে গেল তা তো কখনো আসবে না। যদি তা বিনষ্ট হয়ে থাকে তবে তা হাতছাড়া হয়ে গেল। শত ক্রন্দনেও এরপর তা আর ফিরে আসবে না। আর এ জন্যেই ইসলামের একটি শিক্ষা এই যে, মুসলমান নিষ্ফল ও অনর্থক কোনো কাজ করতে পারে না। কেননা, তাকে সময়ের মূল্য বলে দেওয়া হয়েছে এবং সময়কে আরো মূল্যবান করার কৌশলও শেখানো হয়েছে।
সময় অতীব নিকটতম হওয়া স্বত্ত্বেও মানুষ তাকে শুধু অনুভব করতে পারে, প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তাই মানুষ কখনো সময়কে অতিক্রম করতে পারে না, সময়ই তাকে অতিক্রম করে চলে যায়।**(8)**

সময় শ্রেষ্ঠ সম্পদ

সময়ের অনেক দাম, যে সময়টা হাতছাড়া হয়ে গেছে সেটা তো আর কখনো ফিরে আসবে না। এই জন্য কোন সময় বেকার নষ্ট করা যাবে না। বিচক্ষণ জ্ঞানীদের কাজ হচ্ছে সময়কে কাজে লাগিয়ে সফলতা অর্জন করা। সময়কে তিন ভাগে ভাগ করা হয় যেমন- অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। সফল ও কর্মময় জীবনের জন্য তিন কালই গুরুত্বপূর্ণ। অতীত থেকে শিক্ষা নিতে হয়, বর্তমানে কর্মব্যস্ত থাকতে হয়, আর ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। সারকথা হচ্ছে; শিক্ষা, কর্ম ও পরিকল্পনা এই তিনের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে গেলে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। কেউ যদি এই তিন বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে সত্যি সত্যি সামনে অগ্রসর হয়
এবং সঠিক উপায়ে পরিশ্রম করে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য নেমে আসবে ইনশা আল্লাহ।

কাজেই বলা যায় যে, সফলতা অর্জনের জন্য অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন কালই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই তিনের মধ্যেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বর্তমান। কারণ বর্তমানকে যে কাজে লাগায় তার ভবিষ্যৎ সুন্দর হয়। ইসলাম আমাদেরকে এ বিষয়ে অতি গভীর ও যথার্থ শিক্ষা দান করে। একটি সহীহ হাদিসের আলোকে বিষয়টি আপনাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করব- ইনশা আল্লাহ।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

অর্থ: "তোমরা ঐ সকল ফিতনা আসার আগেই আমল করে নাও, যা হবে অন্ধকার রাতের বিভিন্ন অংশের মতো। সকালে মানুষ মুমিন থাকবে, সন্ধ্যায় কাফিরে পরিণত হবে অথবা (বলেছেন), সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে সকালে কাফিরে পরিণত হবে। সে নিজের দ্বীনদারি বিক্রি করে দিবে পার্থিব কিছু সহায়-সম্পদের বিনিময়ে"। [সহীহ মুসলিম, হাদিস ১১৮]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রাহ, বলেন,

معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم
لا المقمر.

এই হাদিসে নেক আমলের দিকে ধাবিত হওয়ার এবং নানাবিধ ফিতনার শিকার হওয়ার আগেই নেক আমল করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। যে ফিতনাসমূহের রূপ হবে চাঁদবিহীন অন্ধকার রাতের মতো।ফিতনাকে উপমা দেওয়া হয়েছে অন্ধকার রাতের সাথে। উপমাটি অতি স্নাত সর্বজনবোধ্য। যে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই ইচ্ছে করলে তা উপলব্ধি করতে পারবে।

দিন ও রাতের বৈশিষ্ট্য সবার সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। দিনকে আল্লাহ বানিয়েছেন আলোকোজ্জ্বল। দিনের আলোতে সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায়। সাদা- কালো, সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য স্পষ্ট থাকে। সাদাকে সাদা বলে, কালোকে কালো বলে চিনতে কোনো অসুবিধা হয় না, কিন্তু অন্ধকার রাতে সবকিছু আঁধারে ঢেকে যায়। সাদা-কালো, যা দিনের আলোতে স্পষ্ট ছিল তা আর স্পষ্ট থাকে না। তখন কোনটি সাদা আর কোনটি কালো তা বোঝার জন্য আলাদা আলোর প্রয়োজন হয়। সেই আলো ছাড়া অন্ধকার রাতে কিছুই দেখা যায় না। এই অবস্থাটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি বিষয়। যে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই এই অবস্থা দেখেন ও বোঝেন। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থার উদাহরণ দিয়েই হাদিস শরীফে ফিতনাসমূহের অবস্থা বোঝানো হয়েছে। ফিতনার সময় সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, করণীয়- বর্জনীয়, উচিত-অনুচিত, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বরং বুদ্ধিগ্রাহ্য, সেগুলো সব অস্পষ্ট হয়ে যায়, যেমন অন্ধকার রাতে সাদা-কালো একাকার হয়ে যায়।

সময়কে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এটি এমন একটি অমূল্য সম্পদ যা একবার চলে গেলে আর কখনো ফিরে আসে না। অর্থ, সম্পদ বা অন্য কিছু হারিয়ে গেলে তা পুনরায় অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু সময় একবার চলে গেলে তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই সময়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং এই সময়কেই কাজে লাগিয়ে মানুষ তার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছায়।

সময় কেন শ্রেষ্ঠ সম্পদ?

১. অপূরণীয় সম্পদ: সময় এমন একটি সম্পদ যা হারালে তা আর কোনোভাবে ফেরত পাওয়া সম্ভব নয়। এর একমুখী প্রবাহ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং প্রতিটি মুহূর্তের একটি নির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে।
২. সফলতার চাবিকাঠি: জীবনে সফল হতে হলে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। যারা সময়ের গুরুত্ব বোঝে এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তারাই সফলতার শিখরে পৌঁছায়।
৩. জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম: সময়ের সঠিক ব্যবহার মানুষকে নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। প্রতিটি দিনই কিছু শেখার এবং উন্নতির সুযোগ নিয়ে আসে।
৪. জীবন সীমিত: মানবজীবন সময়সীমাবদ্ধ, এবং এই সীমিত সময়ের মধ্যেই জীবনের সকল কাজ ও দায়িত্ব সম্পন্ন করতে হয়। তাই সময়ের অপচয় না করে কাজ সম্পন্ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।
৫. মানসিক শান্তি ও আত্মতৃপ্তি: সময়কে পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহার করলে মানসিক শান্তি এবং আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়। কাজগুলো সময়মতো শেষ হলে মানুষ চিন্তামুক্ত থাকে এবং জীবনে এগিয়ে যেতে পারে।

সময়কে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে ব্যবহারের উপায়

পরিকল্পনা ও সময়সূচি: প্রতিদিনের কাজগুলির একটি সময়সূচি তৈরি করে কাজ সম্পন্ন করা।
অগ্রাধিকার নির্ধারণ: যেসব কাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো আগে সম্পন্ন করা, যেন গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি কোনোভাবেই পিছিয়ে না যায়।
অলসতা পরিহার: অলসতা সময়ের অপচয় করে, তাই আলস্য ত্যাগ করে মনোযোগ সহকারে কাজ করা উচিত।
নতুন কিছু শেখা: সময়ের সঠিক ব্যবহার করে প্রতিদিন নতুন কিছু শেখা ও দক্ষতা উন্নয়ন করা উচিত।
ইসলামে সময়কে আল্লাহর মহান দান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সময়ের অপচয়কে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ সময়ের শপথ করেছেন এবং হাদিসেও রাসূলুল্লাহ (সা.) সময়ের গুরুত্ব ও অপচয়ের বিষয়ে সতর্ক করেছেন।
"অবশ্যই সময়ের শপথ। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, তবে তারা নয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।" (সূরা আসর, ১০৩:১-৩)

সময়ের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমেই মানুষ জীবনে সফল হতে পারে এবং নিজের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে যারা প্রতিটি মুহূর্তকে কার্যকরীভাবে কাজে লাগায়, তারাই জীবনে সফল ও পরিতৃপ্ত হয়।

সময়ই জীবন

আরবীতে একটি প্রবাদ আছে।

الوقت هو الحياة فلا تقتلوه

সময় সে তো জীবন, সুতরাং তাকে হত্যা করো না। মানুষের চিন্তা করা উচিৎ যে, এই দুনিয়ার জীবন কি? এ তো জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে অনিশ্চিত সামান্য বিরতি। স্বর্ণ-রৌপ্য একবার হাতছাড়া হলে আবার তা ফিরে পাওয়া সম্ভব। এমনকি পূর্বের তুলনায় অধিক পাওয়াও সম্ভব। কিন্তু যে মুহূর্তটুকু একবার অতিবাহিত হয়ে যায়, তা কি কোন অবস্থায় কোন মূল্যে ফিরে আসে? অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে চিন্তা করুন সময় কি স্বর্ণ থেকে অধিক মূল্যবান নয়? নয় কি হীরকের চেয়ে অধিক দামী? ইহা কি দুনিয়ার সকল বস্তু থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়?

আগামীকাল শব্দটি মস্তবড় ধোকা:

মানুষ সময় নষ্ট করে অনুতপ্ত হতো। কিন্তু এখানে তাকে একটি বিষয় অনুতপ্ত হতে দেয় না। তা হলো "আগামীকাল"। এ শব্দটি উচ্চারণ করার চেয়ে বড় অপরাধ, নির্ভীকতা, অসতর্কতা ও বোকামী আর কিছুই নেই। একটি লোকের জীবন অকার্যকর ও নষ্ট হওয়ার জন্য এই একটি শব্দই যথেষ্ট। সময় একবার মরে গেলে পরবর্তীতে তার কবরের উপর অশ্রুবর্ষণ ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। দুনিয়ার সকল মানুষ মিলে আর্তনাদ করলেও সে সময় আর ফিরে আসবে না। তাই মানুষকে "আজ" শব্দের দিকে ফিরে আসতে হবে। আজই করছি বলে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। জ্ঞানীদের রেজিষ্ট্রিতে আগামীকাল বলতে কোন শব্দ নেই।

মুসলিম মহামনীষীদের সময়ের মূল্যায়ন

ইতিহাসের পাতাকে যারা অলংকৃত করেছেন, হয়ে আছেন যারা স্বরণীয় ও বরণীয়, তারা সকলেই সময়ের মূল্য হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন। প্রবন্ধের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাদের সকলের কথা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এখানে মাত্র কয়েকজন মনীষীর আলোচনা করাই যথেষ্ট মনে করছি, বুদ্ধিমানদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

১. মারুফ কারখী রহ:

একবার তার দরবারে কিছু লোকজন এসে দীর্ঘক্ষণ বিলম্ব করল। বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, সূর্য চালনাকারী ফেরেশতা কখনও ক্লান্ত হন না। অতএব, বল দেখি তোমরা কখন উঠবে?

২. দাউদ তায়ী রহ.,:

তিনি রুটির পরিবর্তে ছাতু খেতেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রুটি চিবানো ও ছাতু খাওয়ার মধ্যে এই পরিমাণ সময়ের ব্যবধান, যাতে ৫০ টি আয়াত তেলাওয়াত করা যায়।

৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসাঈল বুখারী রহ:

হাদীস শাস্ত্রের ইমাম বুখারী রহ, ধরাপৃষ্ঠে আগমন করে যখন চোখ খুললেন, তখন সর্বত্র ইসলামী জ্ঞানের চর্চা চলছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জমানা এই মাত্র শেষ হল, সাহাবায়ে কেরামের সংশ্রবে লালিত মহাপুরুষগণ তখনও জীবিত ছিলেন। জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে সফরের লাঠি হস্তে ধারণ করে রওয়ানা হলেন তৎকালীন মুহাদ্দিসগণের নিকট বিভিন্ন শহরে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হিসাব করে করে কাজে লাগিয়েছেন। কখনো কারো গীবত করেননি। তিনি বলেন: স্মৃতিশক্তি বর্ধনের একমাত্র মাধ্যম হলো-অটল, অবিচল ও একাগ্রতার সাথে পড়াশুনায় নমোনিবেশ করা। তিনি এক লক্ষ সহীহ হাদীস ও দুই লক্ষ গাইরে সহীহ হাদীস মুখস্ত করেছেন।

৪. নাহুবিদ খলীল রহ,

৫. ইমাম মুহাম্মাদ রহ:

তিনি তার ইলমী একাগ্রতার কারণে নিজের পোশাকের কোন খবর থাকত না। পরিবারের লোকজন ময়লা কাপড় ধৌত করে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন খবর থাকত না। একাগ্রতার কারণে কখনো কখনো সালামের জবাব দেওয়ার পরিবর্তে দোয়া করে দিতেন। তার সাথে দুনিয়াবি কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। ঘরে একটি মোরগ ছিল, সেটির ডাকে পড়ালেখায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয় বলে তিনি সেটিকে ধরে জবাই করে দিলেন।একই দিন নাহুবিদ কাসায়ী ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর ইন্তেকাল হলে বাদশা হারুনুর রশীদ বললেন:

"আজ ভাষা ও ফিকাহ শাস্ত্র দাফন করে ফেললাম"।

শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ, দীর্ঘদিন ধরে মাত্র এক বেলা খানা খেতেন।

মাওলানা এজাজ আলী রহ, ক্লাশ শুরু হওয়ার ৫/১০ মিনিট পূর্বে কামরা থেকে বের হয়ে যেতেন। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরি রহ. মুমূর্ষ অবস্থায়ও কিতাব অধ্যায়ন করতেন। এ সকল মনীষীগণ সময় সংরক্ষণের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

অমুসলিম মনীষীদের সময়ের মূল্যায়ন: পৃথিবীর বুকে যারা বড় হয়েছেন, তারা সময়ের সদ্ব্যবহার করতে জানতেন। বিদ্যাসাগর, আশুতোশ, রবীন্দ্রনাথ, আব্রাহাম লিংকন প্রমুখ মনীষীগণ সময়ের প্রতি একটুও অবহেলা করতেন না বলেই জীবনে অফুরন্ত কর্ম-কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।স্টিফেনসন ইঞ্জিনে কয়লা দিতেন আর অংক কষতেন।ওয়াট দোকানে বসে বেচাকেনা করতেন আর রসায়ন শাস্ত্র ও জার্মানী ভাষা শিক্ষা করতেন। সময়ের অপব্যবহার করতেন না বলেই তিনি উভয় বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।ওয়াশিংটনের সেক্রেটারী একবার কিছু সময় দেরি করে এসে এই বলে ওজর পেশ করলেন যে, আমার ঘড়ি স্লো ছিল। ওয়াশিংটন বললেন: হয়ত তুমি ঘড়ি পরিবর্তন করবে, নতুবা আমি সেক্রেটারী পরিবর্তন করব।ফিসাগোরিসের নিকট জিজ্ঞেস করা হলো সময় কি? উত্তরে তিনি বললেন: সময়ই এ দুনিয়ার আত্মা।

সময়ের আচলেই সুপ্ত আছে জাতীয় উন্নতির গূঢ় রহস্য:

সময় ব্যক্তি ও জাতির প্রধান পুজি, সময়ের সদ্ব্যবহার করেই একটি জাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারে। অধুনা পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চূড়ায় আরোহন করেছে বলে সারা দুনিয়ার মানুষ স্বীকৃতি দেয়। এ স্বীকৃতি তারা এমনিতেই ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়নি। এর জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে-(سورة النجم) وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

আর মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়। (সূরা নজম: ৩৯)

অমুসলিমরা সময়ের যেভাবে মূল্যায়ন করেছে এর চেয়ে বেশি মূল্যায়ন করা উচিৎ ছিল মুসলমানদের। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, মুসলানরা তাদের বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, গান-বাদ্য, মিউজিক ইত্যাদি গর্হিত কার্যকলাপ মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছে। আর সময়ের মূল্যায়নের মত যে সম্পদ তাদের কাছে রয়েছে তা কাজে লাগাচ্ছে না। সময় আল্লাহর দেয়া আমানত। যে জাতি সময়ের মূল্য বুঝে না, মূল্যবান সময়কে হেলায় উড়িয়ে দেয় সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। সময়ের মূল্যয়ান মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানদের শান, মর্যাদা ও বড়ত্ব সাড়া দুনিয়াকে ছেয়ে রেখেছিল। উন্নতির চরম শিখরে আরোহিত ছিল মুসলমান জাতি। ব্যক্তিগত জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সর্বজন স্বীকৃত একটি মত এই ছিল, যে কাজটি অনর্থক, চাই সেটি যতই বিস্ময়কর হোক না কেন সেটি জীবনের পূর্ণতা বয়ে আনতে পারে না। বরং তা ঠেলে দেয় ধ্বংসের মুখে। সময়ের অপচয় আত্মহত্যার নামান্তর তবে পার্থক্য এতটুকু যে, আত্মহত্যা মানুষকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করে দেয়। আর সময়ের অপব্যবহার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবিত ব্যক্তিকে মৃত বানিয়ে রাখে। যে মিনিট, ঘন্টা ও দিনটি অনর্থক নষ্ট হয়ে যায়,

যদি মানুষ তার হিসাব করত, তাহলে উহার সমষ্টি হয়ে দাড়াত মাস, বছর ও যুগ। যদি কাউকে বলা হয় যে, তোমার জীবনের ৫/১০ বছর হ্রাস করা হলো, তাহলে নিশ্চিত সে মর্মাহত হবে, কিন্তু তার জীবনের একটি বিরাট অংশ যে অকারণে নষ্ট করছে, তার প্রতি সে একটুও ভ্রুক্ষেপ করছে না।মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি হওয়ার কারণে নেপালিয়নের মত অজেয় সেনাপতিকেও পরাজিত হতে হয়েছে। যথা সময়ে কর্তব্য আদায় না করায় ব্যর্থতার বোঝা বহন করতে হয়েছিল।তুমি খুশি থাক আর চিন্তিত থাক, কষ্ট ও পেরেশিন থেকে বাঁচার একমাত্র মাধ্যম হলো ব্যস্ত থাকা। সামান্য সময়ের জন্যেও অবসর না থাকা। অলসতা মানুষকে এমনিভাবে খেয়ে ফেলে যেমনিভাবে খেয়ে ফেলে মরিচিকা লৌহ দন্ডকে।অতএব, সময়কে কাজে লাগিয়ে মানুষ হয়ত জ্ঞান বিজ্ঞানের উচু শিখরে আরোহন করবে, নতুবা অজ্ঞতা ও বর্বরতার অন্ধকার তাকে কোথা হতে কোথায় নিয়ে যাবে তা টের পাওয়াও যাবে না।**(৫)**

ইসলামের দৃষ্টিতে সময় জ্ঞান:

বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি। রাতের নিদর্শনকে করে দিয়েছি নিষ্প্রভ এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকোজ্জ্বল, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা ও হিসাব, আর আমি প্রতিটি বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি (সূত্র: আল-কোরআন, ১৭:১২)।

প্রতি রাতে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্তির মর্যাদাসম্পন্ন সময়। রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ যখন বাকি থাকে, তখন আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে নাজিল হন আর বলতে থাকেন—কে আমার কাছে দোয়া করবে, আমি তার দোয়া কবুল করব। সূত্র: সহিহ আল বোখারি। চান্দ্রমাসের মধ্যবর্তী রাত হচ্ছে পূর্ণিমার রাত। হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (র) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা নবি করিম (স)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তিনি রাত্রিবেলা পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন দেখতে পাচ্ছ পূর্ণিমার চাঁদ, তোমাদের দেখতে কোনো কষ্ট হবে না। সূত্র: সহিহ বোখারি, হাদিস-৬৯৩০।

বাবা আদম ও মা হাওয়া সন্তান গ্রহণ ব্যতিরেকে পূর্ণিমার রাতসমূহে আইয়াম বিজের রোজা পালন করতেন। এই আইয়াম বিজের রোজা রাখার জন্য রসুলুল্লাহ (স) আমাদেরও নির্দেশ দিয়েছেন। রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমরা প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়াম বিজের রোজা রাখবে এবং বলতেন তা সারা বছর রোজা রাখার সমতুল্য। সূত্র: সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস-১৭০৭। সুনান আবু দাউদ, হাদিস-২৪৪৯।

যারা আল কোরআনের আয়াতের আনফাসি অর্থ জানেন, তারা অতি সহজে এই রাতে স্রষ্টার নিকটবর্তী হন। তাই সবাইকে সময়জ্ঞান অর্জন করে উত্তম সময়ে উত্তম কাজ সম্পন্ন করতে হবে। রসুলুল্লাহ (স) সময়কে গালি দিতে নিষেধ করেছেন। রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'তোমরা সময়কে গালি দিও না। কেননা, সময়ের নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন মহান আল্লাহ তাআলা' (সূত্র: সহিহ মুসলিম: ৬০০৩)। রসুলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আদমসন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। কারণ, সে সময়কে গালি দেয়, অথচ আমিই হচ্ছি সময়। আমি আল্লাহ রাত-দিনকে পরিবর্তন করি (সূত্র: সহিহ বোখারি, হাদিস নং-৪৭২৬)।**(৬)**

সময় ও অলসতা: একটি অনন্ত সংগ্রাম

সময়, মহাবিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এটি একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। অথচ আমরা প্রায়ই এই অমূল্য সম্পদকে অবহেলা করে থাকি। অলসতা আমাদের জীবনের এই সবচেয়ে বড় শত্রু। এটি আমাদেরকে পিছিয়ে রাখে, স্বপ্ন পূরণে বাধা দেয় এবং জীবনকে অর্থহীন করে তোলে। এই নিবন্ধে আমরা সময় ও অলসতার মধ্যকার সম্পর্ক, অলসতার কারণ এবং এর থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করব।

অলসতা: জীবনের শত্রু:

অলসতা হলো কর্মবিমুখতা। এটি আমাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে, কাজ করতে উৎসাহিত করে না। অলসতা আমাদেরকে অনেক ক্ষতি করে। এটি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, মানসিক চাপ বাড়ায় এবং সামাজিক জীবনকে নষ্ট করে। অলসতার কারণে আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি এবং জীবনে সফল হতে পারি না।

অলসতার কারণ:

অলসতার অনেক কারণ থাকতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে:

আত্মবিশ্বাসের অভাব: যারা নিজেদের ক্ষমতায় বিশ্বাস করে না, তারা প্রায়ই কাজ করতে ভয় পায় এবং অলস হয়ে পড়ে।

লক্ষ্যের অভাব: যাদের কোনো স্পষ্ট লক্ষ্য নেই, তারা জীবনে কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না এবং অলস হয়ে পড়ে।

প্রেরণার অভাব: যাদের কাজ করার জন্য কোনো প্রেরণা নেই, তারা অলস হয়ে পড়ে।

ভয়: নতুন কিছু শেখার ভয়, ব্যর্থ হওয়ার ভয় ইত্যাদি কারণে মানুষ অলস হয়ে পড়ে।

শারীরিক সমস্যা: কিছু শারীরিক সমস্যাও অলসতার কারণ হতে পারে।

অলসতা থেকে মুক্তির উপায়:

অলসতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এর জন্য আমাদেরকে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে:

লক্ষ্য স্থির করা: প্রথমে আমাদেরকে জীবনে একটি স্পষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে হবে। এই লক্ষ্য আমাদেরকে কাজ করার জন্য প্রেরণা যোগাবে।

পরিকল্পনা করা: লক্ষ্য স্থির করার পর আমাদেরকে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

ছোট ছোট কাজে মনোযোগ দেওয়া: বড় লক্ষ্যকে ছোট ছোট কাজে ভাগ করে নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে।

সময়সূচি মেনে চলা: একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

আত্মবিশ্বাস বাড়ানো: নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখতে হবে।

প্রেরণা জাগিয়ে তোলা: নিজেকে প্রেরণিত রাখার জন্য নতুন নতুন কাজ শিখতে হবে, নতুন লোকদের সাথে পরিচয় করিয়ে নিতে হবে।

শারীরিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া: ভালো খাবার খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং পর্যাপ্ত ঘুম নেওয়া অলসতা দূর করতে সাহায্য করে।

সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা: অন্যদের সাথে মিশে থাকা এবং সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করা অলসতা দূর করতে সাহায্য করে।

সময় ব্যবস্থাপনা

সময় ব্যবস্থাপনা হল জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাগুলির মধ্যে একটি। এটি আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে, চাপ কমাতে এবং জীবনকে আরও সুখী করতে সাহায্য করে। অলসতা সময় ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় শত্রু। যখন আমরা অলস হয়ে পড়ি, তখন আমরা আমাদের সময়কে অপচয় করি এবং আমাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাই।

সময় ব্যবস্থাপনার উপায়:

পরিকল্পনা করা: দিনের শুরুতে একটি পরিকল্পনা তৈরি করা এবং তার অনুযায়ী কাজ করা।

সময়সূচি তৈরি করা: কাজগুলিকে সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য একটি সময়সূচি তৈরি করা।

প্রাধান্যকরণ: কাজগুলিকে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো এবং প্রথমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করা।

বিভ্রান্তি এড়ানো: একসাথে অনেক কাজ না করে একটি কাজে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা।

বিরতি নেওয়া: কাজের মাঝে মাঝে বিরতি নিয়ে নিজেকে তাজা রাখা।

অলসতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য

অলসতা মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যখন আমরা অলস হয়ে পড়ি, তখন আমরা নিজেদেরকে নিরাশা, অপরাধবোধ এবং অসহায় বোধ করতে পারি। এটি উদ্বেগ এবং হতাশার মতো মানসিক সমস্যাগুলোকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে।

অলসতা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যকার সম্পর্ক:

আত্মবিশ্বাসের অভাব: অলসতা আত্মবিশ্বাসকে ক্ষুণ্ন করে।

চাপ: অসম্পূর্ণ কাজের চাপ মানসিক চাপ বাড়ায়।

হতাশা: লক্ষ্য অর্জন না করতে পারলে হতাশা বেড়ে যায়।

একাকিত্ব: অলসতা সামাজিক সম্পর্ককে দুর্বল করে এবং একাকিত্ব বোধ বাড়ায়।

অলসতা এবং সামাজিক জীবন

অলসতা আমাদের সামাজিক জীবনকেও প্রভাবিত করে। যখন আমরা অলস হয়ে পড়ি, তখন আমরা অন্যদের সাথে সময় কাটাতে কম আগ্রহী হয়ে পড়ি। এটি আমাদের সম্পর্ককে দুর্বল করে এবং আমাদেরকে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে তোলে।

অলসতা এবং শিক্ষা

অলসতা শিক্ষার জন্য একটি বড় বাধা। যখন শিক্ষার্থীরা অলস হয়ে পড়ে, তখন তারা পড়াশোনা করতে আগ্রহ হারায় এবং পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারে না। এটি তাদের ভবিষ্যতের ক্যারিয়ারের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

অলসতা এবং শিক্ষার মধ্যকার সম্পর্ক:

পড়াশোনায় অমনোযোগ: অলসতা পড়াশোনায় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে বাধা দেয়।

জ্ঞান অর্জনের ক্ষতি: নতুন জিনিস শেখার আগ্রহ কমে যায়।

শিক্ষাগত সফলতার অভাব: পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারা কঠিন হয়ে পড়ে।

অলসতা ও ধর্মের সম্পর্ক: একটি বিশ্লেষণ

ধর্ম এবং অলসতা, এই দুইয়ের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মে অলসতাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা হয়। আসুন বিভিন্ন ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের তর্কগুলো একনজরে দেখি:

কর্মকে গুরুত্ব: ইসলামে কর্মকে খুব গুরুত্ব দেয়া হয়। কাজ করা একজন মুসলমানের জন্য ইবাদতের মতো।

অলসতাকে নিন্দা: কোরআনে অলসতাকে নিন্দা করা হয়েছে এবং কর্মকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

জীবিকা নির্বাহের গুরুত্ব: ইসলামে নিজের জীবিকা নির্বাহ করা ফরজ। অলসতা এই ফরজ কাজকে বাধাগ্রস্ত করে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে অলসতা না করার নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কোরআনে বলেন, নামাজ আদায় সম্পন্ন হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করো, আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সুরা জুমা ১০)

বিভিন্ন হাদিসে অলসতা থেকে মুক্ত থাকার দোয়ার উল্লেখ রয়েছে। তাই হাদিসে বর্ণিত দোয়াগুলোর ওপর আমল করলে অলসতা ও তার থেকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যাবে। যেমন নিচের দোয়াটি পড়তে পারেন। দোয়াটি নবী কারিম সা. চিন্তা ও পেরেশানির সময় পড়তেন।হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুল সা.-এর পছন্দের দোয়াগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। (বুখারি ৬৩৭৭) গুনাহ ও অলসতা থেকে বাঁচতে এ দোয়াটি উপকারী।

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِউচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল কাসালি ওয়াল মা-ছামি, ওয়াল মাগরামি। অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা, গুনাহ ও ঋণ থেকে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ - اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, জাহান্নামের ফিতনা ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে। কবরের ফিতনা ও কবরের ‘আজাব থেকে। আশ্রয় চাচ্ছি, সম্পদের ফিতনা ও দারিদ্রের ফিতনার ক্ষতি থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি মাসিহিদ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।

হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে বরফ ও ঠান্ডা পানি দিয়ে ধৌত করে দাও। আমার অন্তরকে গুনাহ থেকে পরিষ্কার করে দাও। যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে তুমি পরিষ্কার করে থাকো। হে আল্লাহ! থেকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত তুমি যে বিশাল দূরত্ব সৃষ্টি করেছ আমার আমলনামা থেকে আমার গুনাহগুলো ততটুকু দূরে সরিয়ে দাও। হে আল্লাহ! আমার অলসতা, গুনাহ ও ঋণ থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই। (বুখারি ও মুসলিম)

অলসতা দূর করার কিছু উপায়

এক. দীর্ঘ আশা ইবাদতে অলসতা তৈরি ও তাওবার ক্ষেত্রে গড়িমসি তৈরি করে। অনেক মুসলমান না জেনে আল্লাহ তাআলার রহমত ও মাগফিরাতের ভুল অর্থ করে থাকে। একদিকে তারা বেপরোয়াভাবে পাপকাজে লিপ্ত হয়, অন্যদিকে আল্লাহ তাআলার রহমত ও মাগফিরাতের আশা করতে থাকে। এটা স্পষ্ট ভ্রান্তি।

এটি মানুষকে বিপথগামী করে এবং তাদের ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তাআলা যেমন ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, তেমনি তিনি কঠিন শাস্তিদাতাও। পবিত্র কোরআনে অনেক স্থানে এ বিষয়ে আল্লাহ আমাদের সাবধান করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, 'আমার বান্দাদের বলে দাও, আমি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।আর আমার শাস্তি—সেটাও অতি মর্মন্তুদ!' (সুরা : হিজর, আয়াত : ৪৯-৫০)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : 'হা-মিম। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবা কবুল করেন। যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী।' (সুরা : মুমিন, আয়াত : ১-৩) এ জন্য ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা ও বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে হবে আশা ও ভয়ের সমন্বয়ে।

দুই. এখনই নেক আমলে মনোযোগ দিন।

আরো বয়স হলে আমল করব—এমন চিন্তা পরিহার করুন। ইরশাদ হয়েছে, তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং এমন জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, যার প্রশস্ততা হবে আকাশসমূহ ও জমিনসম। তা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৩)

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, সাতটি বিষয়ের আগে তোমরা দ্রুত নেক আমল করো। তোমরা কি এমন দারিদ্র্যের অপেক্ষা করছ, যা তোমাদের সব কিছু ভুলিয়ে দেবে? নাকি ওই ঐশ্বর্যের অপেক্ষা করছ, যা তোমাদের দর্পিত বানিয়ে ছাড়বে? নাকি এমন রোগের জন্য অপেক্ষা করছ, যার আঘাতে তোমরা জরাজীর্ণ হয়ে পড়বে? নাকি সেই বার্ধক্যের অপেক্ষায়

আছ, যা তোমাদের অথর্ব করে ছাড়বে? নাকি মৃত্যুর, যা আকস্মিক এসে পড়বে? নাকি দাজ্জালের, অনুপস্থিত যা কিছুর জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে, সে হচ্ছে সেসবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। নাকি কিয়ামতের অপেক্ষা করছ, যে কিয়ামত সর্বাপেক্ষা বিভীষিকাময় ও সর্বাপেক্ষা তিক্ত হবে? (তিরমিজি, হাদিস : ২৩০৬)

তিন. অলসতার অন্যতম কারণ চেতনা ও স্পৃহা না থাকা। নিজের মধ্যে প্রেরণা, চেতনা ও উদ্দীপনা জাগাতে মনীষীদের জীবনী ও বাণী পড়ুন। অলসতা দূর করতে খুব বেশি কাজে লাগবে এগুলো। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ

ইরশাদ করেন, ‘পূর্বপুরুষদের কাহিনিতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। এটা (কোরআনের বাণী) মিথ্যা রচনা নয়; বরং তা আগের ধর্মগ্রন্থগুলোর সমর্থক, সব কিছুর বিশদ বিবরণ এবং ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশ ও রহমত।’ (সুরা : ইউসুফ, আয়াত : ১১১)

চার. তৎপর, উদ্যমী ও কর্মচঞ্চল মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করুন। নেককার মানুষের সংস্পর্শ গ্রহণ করুন। এতে নিজের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে ঈমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।’ (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১১৯)

পাঁচ. হিজের হিম্মত ও মনোবল বৃদ্ধি করুন। ভাবুন, অলসতা, উদ্যমহীনতা ও উদাসীনতা ব্যর্থ মানুষের স্বভাব। গ্রামবাংলার এই প্রবাদ মনে রাখুন—‘অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা।’

সুতরাং আমি কেন শয়তানের শিকারে পরিণত হয়ে ব্যর্থদের কাতারে শামিল হব। তারপর তাআউয (আউযুবিল্লাহ) শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে বেশি বেশি ‘আউজুবিল্লাহ’ ও ‘ইস্তেগফার’ পাঠ করুন। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর কাছে শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন থেকে বেশি উত্তম ও প্রিয়। তুমি ওই জিনিসে যত্নবান হও, যার মধ্যে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও আর উৎসাহহীন (হিম্মতহারা) হয়ো না। (মুসলিম, হাদিস : ৪৮২২)

ছয়. গোটা জীবনকে এই মূলনীতির অধীনে নিয়ে আসুন যে আমি কোনো অহেতুক কাজ করব না; আমি কোনো অহেতুক কথা বলব না। এই প্রতিজ্ঞা আপনার জন্য নেক কাজ ও কল্যাণময় কাজ করা সহজ করে দেবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘একজন ব্যক্তির ইসলামের পরিপূর্ণতার একটি লক্ষণ হলো, তার জন্য জরুরি নয়—এমন কাজ সে ত্যাগ করে।’ (তিরমিজি, হাদিস : ২২৩৯)

সাত. ফজরের নামাজের প্রতি যত্নবান হোন। কেননা অলসতার কারণে ফজরের নামাজ না পড়তে পারলে এটাই হবে সারা দিনের আমলহীনতা, গুনাহমুখিতা ও অলসতার সূচনা। হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন তোমাদের কেউ নিদ্রা যায়, তখন তার গ্রীবাদেশে শয়তান তিনটি করে গাঁট বেঁধে দেয়; প্রত্যেক গাঁটে সে এই বলে মন্ত্র পড়ে যে তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি ঘুমাও। অতঃপর যদি সে জেগে ওঠে আল্লাহর জিকির করে, তাহলে একটি গাঁট খুলে যায়। তারপর যদি অজু করে, তবে তার আর একটি গাঁট খুলে যায়। তারপর যদি নামাজ পড়ে, তাহলে সমস্ত গাঁট খুলে যায়। আর তার প্রভাত হয় স্ফুর্তি ও ভালো মনে। নচেৎ সে সকালে ওঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে। (বুখারি, হাদিস : ১১৪২)

আট. অলসতা ও উদাসীনতা থেকে মুক্তির জন্য হাদিসে বর্ণিত দোয়া পড়ুন। যেমন—

চিন্তা ও পেরেশানির সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি বিশেষ দোয়া পড়তেন। দোয়াটি হলো—‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়া আউযুবিকা মিনাল আজযি ওয়াল-

কাসালি, ওয়া আউযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া আউযুবিকা মিন দ্বালা'য়িদ্দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল।'

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে।

আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) চিন্তাযুক্ত অবস্থায় এই দোয়া পড়তেন। (বুখারি, হাদিস : ২৮৯৩)

মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

সময় অপচয়ের কুফল:

দুনিয়ায় দেওয়া আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের একটি হলো সময়। কোরআন-হাদিসের বিভিন্ন স্থানে এ নেয়ামতের যথার্থ মূল্যায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা, সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইসলামি শরিয়ত এ কারণে সময় ব্যবস্থাপনাকে মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে।

কোরআনে কারিমে অনর্থক কাজে সময় ব্যয়ের বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এমনকি আল্লাহতায়ালা সময় বোঝানোর জন্য কোরআনে কারিমে অনেক প্রতিশব্দ ব্যবহার করে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তিনি সূর্যকে করেছেন তেজোদ্দীপ্ত, আর চন্দ্রকে করেছেন আলোকময়। আর তার (হ্রাস-বৃদ্ধির) মনজিলগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা (এ নিয়ম দ্বারা) বছরের গণনা এবং দিন তারিখের হিসাব জানতে পার; (আসলে) আল্লাহতায়ালা যে এসব কিছু সৃষ্টি করে রেখেছেন (তার) কোনোটাই তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি; যারা (সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে) জানতে চায় তাদের জন্য আল্লাহতায়ালা তার নির্দেশগুলোকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন।' সময় ও জীবন আল্লাহর দান। সময়ের ইতিবাচক ব্যবহারই জীবনের সফলতা। সময়ের অপচয় ও অপব্যবহার জীবনের ব্যর্থতা। সময়ের যথাযথ ব্যবহার না করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর দরবারে। কোরআন কারিমে আল্লাহ বলেন, 'সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' সুরা আসর : ১-৩

একবার হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলো, সৌভাগ্যবান কারা? তিনি বললেন, সৌভাগ্যবান তারা, যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং তা নেকআমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, দুর্ভাগা কারা? তিনি বললেন, দুর্ভাগা তারা যারা দীর্ঘায়ু পেয়েছে এবং তা আমলবিহীন অতিবাহিত করেছে। তিরমিজি : ২৩২৯

নবী মুহাম্মাদ (সা.) নিজে সময়কে গুরুত্ব দিতেন এবং উম্মতদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে তাগিদ দিয়েছেন। প্রতিটি মানুষকে সময়ের হিসাব কিয়ামতের দিন দিতে হবে বলে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন। বহু হাদিসে বলা হয়েছে, পরকালে মানুষকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। হাদিসে আরও বলা হয়েছে, পরকালে মানুষ যে বিষয়ে সবচেয়ে অনুতপ্ত হবে তা হলো, অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার না করা। সময়ে নেকআমল করলে বান্দার অবস্থার উন্নয়ন হবে, বদআমল করলে তার অবনতি হবে। আমল ছাড়া সময় পার করলে তাও তার জন্য প্রকারান্তরে ক্ষতি হিসেবেই গণ্য হবে। কারণ, মানুষের আয়ুষ্কাল প্রবহমান সময়। তা যদি সৎকর্মে ব্যয়িত হয়, তবে নেকআমল হিসেবে গণ্য হবে; আর যদি নেক আমলবিহীন চলে যায়, তা বদআমল হিসেবেই পরিগণিত হবে। যেহেতু নিষ্ক্রিয়তা কিংবা অকর্মণ্য তাও একটি ক্রিয়া। সময়ের প্রতি অবহেলা সম্পর্কে সাবধান করে কোরআনে কারিমে বলা হয়েছে, 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা সমাধিগুলো দেখতে পাও (তোমাদের মৃত্যু হয়)। এটি কখনো সংগত নয়! অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। আবারও বলি, এটি মোটেই সমীচীন নয়; তা তোমরা অনতিবিলম্বে জানতে পারবে। না, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহগ্রস্ত হতে না। তোমরা (সময়ের প্রতি উদাসীন কর্মে অবহেলাকারীরা) অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে (তাতে প্রবেশ করবে)। পুনশ্চ! অবশ্যই অতি অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম চাক্ষুষ দেখে (তাতে প্রবেশ করে তার শাস্তি ভোগ করে) প্রত্যয় লাভ করবে। অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের প্রদত্ত সব নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।' সুরা তাকাসুর : ১-৮

আমরা প্রায় সময় নানান ব্যস্ততায় ব্যস্ত থাকি। যেকোনো উপলক্ষে অবসর যখন আসে, তা আমাদের জন্য মহামূল্যবান নেয়ামত। সময় আমাদের জীবনের এমন একটি মূলধন, যা বিনিয়োগ করলে আমরা ইহকাল ও পরকালে লাভবান ও উপকৃত হবো; আর এটি হেলায় নষ্ট করলে উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হব। সময় চলে গেলে তা আর কখনো ফিরে আসে না।

সময় হল জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এটি একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। সময়ের অপচয় মানে হল জীবনের এক অমূল্য সম্পদের অপচয়। এই অপচয়ের ফলে আমাদের জীবনে নানা ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

সময়ের অপচয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কুফল:

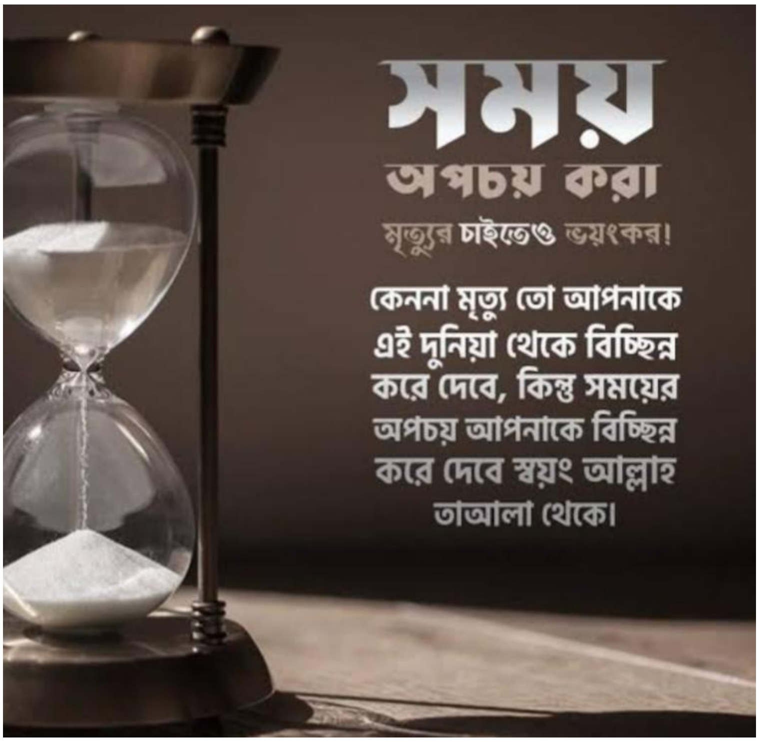

লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি: সঠিকভাবে সময় ব্যবহার না করলে আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। ফলে জীবনে সফলতা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

অনিশ্চয়তা: সময় অপচয়ের ফলে আমাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা বাড়ে। কাজের চাপ বাড়তে থাকে এবং আমরা কীভাবে কাজ শেষ করব তা বুঝতে পারি না।

মানসিক চাপ: অসমাপ্ত কাজের চাপ, লক্ষ্য অর্জন না করা ইত্যাদি কারণে মানসিক চাপ বেড়ে যায়।

স্বাস্থ্যের অবনতি: অতিরিক্ত কাজের চাপ এবং ঘুমের অভাবের কারণে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে।

সম্পর্কের অবনতি: সারাক্ষণ মোবাইল বা অন্য কোনো ডিভাইসে ব্যস্ত থাকার কারণে পরিবার ও বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো কমে যায় এবং সম্পর্কের অবনতি হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষতি: সময়ের অপচয়ের ফলে কাজে মনোযোগ কমে যায়, ফলে কর্মক্ষমতা কমে যায় এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে।

আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি: নিজের কাজে সফল না হওয়ায় আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

অপচয়বাদী মনোভাব: সময়কে অমূল্য সম্পদ হিসেবে না দেখলে অপচয়বাদী মনোভাব তৈরি হতে পারে।

সময় অপচয়ের কিছু পরিণাম:

আখিরাতের ক্ষতি: ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, আমাদের জীবন এই দুনিয়ায় অস্থায়ী। আমাদের প্রকৃত জীবন আখিরাতে। সময় অপচয় করে আমরা আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হই। ফলে আখিরাতে আমাদের জন্য ক্ষতি হতে পারে।

দুনিয়ার ক্ষতি: সময় অপচয়ের ফলে আমরা দুনিয়াতেও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হই। আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হই, কাজে পিছিয়ে পড়ি এবং অনেক সুযোগ হারিয়ে ফেলি।

নফল কাজের জন্য সময় না পাওয়া: ইসলামে নফল কাজ করার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। যেমন: নামাজ, রোজা, কোরআন তিলাওয়াত, ইলম অর্জন ইত্যাদি। সময় অপচয়ের ফলে আমরা এই সব কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাই না।

অন্যের ক্ষতি: আমাদের সময় অপচয় অন্যদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যেমন: পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় না দেওয়া, বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করা ইত্যাদি।

অনেক গুনাহে লিপ্ত হওয়া: সময় অপচয়ের ফলে আমরা অনেক গুনাহে লিপ্ত হতে পারি। যেমন: গীবত করা, বানচাল করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি।

সময় অপচয়ের ব্যক্তিগত পরিণাম

১. ব্যক্তিগত উন্নয়নে ব্যাঘাত: সময় অপচয়ের ফলে ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ নষ্ট হয়। শিক্ষার্থী জীবনে এটি সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়, কারণ পড়াশোনার সময় নষ্ট করলে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা সম্ভব হয় না।

২. আত্মবিশ্বাসের অভাব: সময় সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারলে একজন ব্যক্তি নিজের উপর আস্থা হারায়। দীর্ঘমেয়াদে এটি হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৩. অর্থনৈতিক ক্ষতি: কর্মজীবনে সময় অপচয় করলে পেশাগত সাফল্য অর্জন কঠিন হয়ে পড়ে। একজন কর্মীর দায়িত্বহীন আচরণ তার আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সমাজ ও জাতির ওপর প্রভাব

১. উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত: সময় অপচয় শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি করে না, বরং একটি জাতির সার্বিক উন্নয়নেও বাধা সৃষ্টি করে। উদাসীন নাগরিকরা জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পিছিয়ে থাকে।

২. সমাজে অগ্রগতির অভাব: কর্মক্ষম মানুষের সময়ের অপচয়ের ফলে সমাজে নতুন উদ্ভাবন বা সৃজনশীল কার্যক্রম হ্রাস পায়।
৩. সম্পদ অপচয়: সময়ের অপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারও বাধাগ্রস্ত হয়।

সময়ের স্বদব্যবহার মত ও পথের পার্থক্য:

মহান আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতরাজির মধ্যে সময় হচ্ছে অন্যতম। নিশ্চয়ই সময় দিন রাত্রির সমন্বিত রূপ। সময় শব্দটি তিন অক্ষরের ছোট শব্দ হলেও এর ব্যাপ্তিকাল অনেক বড়। সৌর বছরে ৩৬৫ দিন আর চন্দ্র বছরে ৩৫৪ দিন। ঘণ্টার হিসেবে ২৪ ঘণ্টা এবং মিনিটের হিসাবের দিক দিয়ে ১৪৪০ মিনিট। এ সময় হতে এক ঘণ্টা বা এক মিনিট চলে যাওয়া মানে প্রকৃত পক্ষে জীবনের একটা মূল্যবান অংশ কমে যাওয়া। এ কারণে সময়ের যথাযথ ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। সময়ের সমষ্টিই জীবন। মানুষ তার দুনিয়ার জীবন কীভাবে অতিবাহিত করেছে আখিরাতে সে হিসাব প্রদান করতে হবে।
প্রসিদ্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কোন এক ব্যক্তিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দেওয়ার সময় বললেন, তুমি মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে গুরুত্ব দাও।আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে অনেকবার সময়ের শপথ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "শপথ ফজরের, শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার, যা জোড় ও যা বিজোড়।" [সূরা ফজর : ১-৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয়।" [সূরা আল লাইল : ১,২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "কসম যুগের (সময়ের)।" [সূরা আসর : ১]

একজন মুসলমান যাতে সময়ের মূল্য যথাযথভাবে বুঝতে পারে তাই তো কুরআনে একটি সূরাই নাজিল করা হয়েছে 'আসর' বা সময় নামে। সময় যেন এক শস্য ক্ষেত্র, আর মানুষ হচ্ছে তার কৃষক। মানুষ ইচ্ছা করলে এই ক্ষেত্রে মহামূল্যবান সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে। আবার অবহেলা করলে এই মূল্যবান সম্পদ আগাছা ভরে যায়।

ইসলামের অধিকাংশ ইবাদাতে সময়ের গুরুত্ব বাস্তবায়ন করা হয়েছে, কেননা ইসলামের সব ইবাদাতই সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। শুরু ও শেষ হিসেবে। বরং ইবাদাত সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সময়কে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য সময়ানুবর্তীতাকে শর্ত করে দিয়ে সময়ের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।" [সূরা নিসা : ১০৩]

নামায যা দ্বীনের খুঁটি, রাত দিনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে এর ওয়াক্ত নির্ধারিত সময় ও নির্দিষ্ট আলামতে করা হয়েছে। এমনিভাবে ইসলামের অন্যান্য রুকুনগুলো : রোযার রয়েছে বাৎসরিক নির্ধারিত সময়। এ সময় মুসলমান নির্দিষ্ট সময়ের অনুসরণ করে। এমনিভাবে যাকাত, যা আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি, যা সময়ের সূক্ষ্মতা ও নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। হজ্জের ব্যাপারেও একই কথা।

আমাদের সবার মধ্যেই সময় নষ্ট করার প্রবণতা রয়েছে এবং সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করার সুযোগকে কাজে লাগাতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি।

দিনরাত সব মানুষের ক্ষেত্রে সমান। পার্থক্য শুধু এখানে যে, কারো সময়ের মধ্যে বরকত আছে। কারো সময়ের মধ্যে বরকত নেই। এই যে আমরা বলি 'সময় কোন দিক দিয়ে যায়' এটা হল সময়ের বেবরকতির কারণে। আবার অনেকে বলে, 'সময় যাচ্ছে না কেন? সময় কাটছে না কেন?'-এটা কখনো হয় পেরেশানীর হালত কিংবা দুঃখ-কষ্টের অবস্থার কারণে। সেটা ওযর। সেটা একটা স্বভাবের দুর্বলতা। এ ধরনের অবস্থা ছাড়াও কখনো মনে হয় সময় দ্রুত শেষ হয়ে গেল। কখনো মনে হয় সময় ফুরায় না। মুমিনের শান এটাও না, ওটাও না। মুমিনের শান হল সময়ের বরকত নষ্ট করে এমন কাজ থেকে বেঁচে থাকা। যাতে সময়ের বরকত লাভ করা যায়। আর সময় কাটানোর জন্যে কোনো কাজ পাচ্ছে না এমন অবস্থা তো

মুমিনের হতেই পারে না। কারণ আল্লাহ তা‘আলা নেক আমলের এত উপায়, ইবাদাতের এত রাস্তা খুলে রেখেছেন যে, সকল পরিস্থিতিতে সর্বাবস্থায় বান্দার জন্য নেক আমলের রাস্তা খোলা। তার এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, ‘সময় কাটছে না’।আমরা যেভাবে ব্যর্থ হচ্ছি : পরে করবো “পরে” করবো বলে কাজ ফেলে রাখছি। আমরা যদি কুর‘আন মুখস্থ করা কিংবা আরও বেশি জ্ঞানার্জন করার ইচ্ছা পোষণ করেন অথচ অনবরত প্রচেষ্টাকে পেছনে ঠেলতে থাকি, তাহলে বুঝতে হবে আমরা তাস্বীফের শিকার হয়েছি। কোনো কাজে সফলতা লাভের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের উদ্দেশ্যের পরিশুদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যে, আমরা যা করার উচ্চাশা পোষণ করছি তা কুর‘আন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী হচ্ছে। এরপরই আমাদেরকে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই ঐকান্তিক এবং আন্তরিক হতে হবে।অপ্রয়োজনে বাইরে ঘোরাঘুরি আমাদের জন্য ক্ষতিকর। অনেকেই আবার মার্কেটে যান কেনাকাটার উদ্দেশ্য ছাড়াই। তাদের উদ্দেশ্য থাকে মার্কেট ঘুরে দেখা, বাজারে নতুন কী এলো তার খোঁজ নেওয়া। নতুন ফ্যাশনের, আরও বাহারি নতুন কিছুর আমদানি হয়েছে কিনা তা ঘুরে দেখাই তাদের উদ্দেশ্য।

মোবাইল ফোন ব্যবহার

নিঃসন্দেহে মোবাইল ফোন এই শতাব্দীর অন্যতম বিস্ময়কর আবিষ্কার। এই আবিষ্কার দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ভ্রমণ করা, হাত মারফৎ চিঠি পাঠানো এবং অপ্রত্যাশিত অতিথির আগমনের অবসান ঘটিয়েছে। তবে সেই সাথে এটি আমাদের জন্য সময় নষ্ট করার এক বিশাল সুযোগও তৈরি করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে মোবাইলে আমরা এমন সব কথা বলে পাপে জড়িয়ে পড়ছি যেসব কথা কোনোভাবেই আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এবং বলার দরকারও ছিল না।

গান-বাজনা

“আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য নিরর্থক কথাবার্তা (গান-বাজনা ইত্যাদি) কিনে নেয়।” [সূরা লুক্মান : ৬] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু মাস’ঊদ (রা.) বলেছেন, “সেই আল্লাহ্‌র কসম যিনি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই! এই আয়াত দিয়ে গান-বাজনার কথা বলা হয়েছে।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোকের উদ্ভব হবে যারা (পুরষদের জন্য) সিল্কের (রেশম) কাপড় পরিধান, মদ্যপান এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারকে হালাল মনে করবে।” [আল-বুখারী, খন্ড৭, অধ্যায় ৬৯, হাদীস ৪৯৪]

পরনিন্দা ও গুজব ছড়ানো

আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই কোনো না কোনো সময়ে অন্যকোনো মানুষের মাংস খেয়েছি। হতে পারে সেটা আমাদেরই কোন শত্রু কিংবা বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, আমাদের বস, কিংবা আমাদের অধীনস্থ কেউ, কিংবা আমাদের নিজেদেরই স্বামী, স্ত্রী-সন্তানের। পরনিন্দা করা এবং অন্যের নামে গুজব ছড়ানো দু'টি মারাত্মক বদভ্যাস।

প্রায়ই আমাদের কথাবার্তা 'হারাম' (নিষিদ্ধ) আলোচনার আওতায় চলে আসে। ফলে আমাদের অবসর সময় ব্যয় হয় মারাত্মক ধ্বংসাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে। এমনকি কেউ যদি এরকম আলাপ-আলোচনায় শুধুমাত্র নীরব দর্শক হয়েও বসে থাকেন, তথাপি সময়ের অপব্যবহারের জন্য তিনিও সমানভাবে দায়ী।

টিভি এবং চলচ্চিত্র

মানুষকে শিক্ষাদান কিংবা তাদের মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টির এক ভয়ানক হাতিয়ার হলো টিভি এবং চলচ্চিত্র। মানুষের মনন এবং চেতনায় সুদূর প্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তারে এসব মিডিয়ার রয়েছে অবিশ্বাস্য ক্ষমতা। আচার-আচরণ, নৈতিকতা এবং মানুষের বিশ্বাসের উপর এগুলো মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এসবের সাথে ধারাবাহিক সান্নিধ্য বজায় থাকলে অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষের ধ্যান-ধারণায় এসবের প্রভাব পরিলক্ষিত হবে এবং এসবের পেছনে তারা আরও অধিক পরিমাণ সময় ব্যয় করবে।

ভিডিও এবং টেলিভিশনকে প্রয়োজনী এবং উপকারী কাজেও ব্যবহার করা সম্ভব। তবে প্রশ্নাতীতভাবেই এটা প্রমাণিত যে, যা কিছু নিষিদ্ধ সেগুলোতেই এসবের দৃষ্টি এবং মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। নিজেক প্রশ্ন করুন, "আমি কি টিভিতে এমন কিছু দেখছি যা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী দেখা উচিত নয়? এসব দেখার সময়টুকুকে কি সময়ের উত্তম ব্যবহার বলা যায়?" আমাদের সামনে এখন প্রশ্ন হলো আমরা কীভাবে আমাদের সময়কে কল্যাণকর কাজে ব্যয় করতে পারি। এই পৃথিবী বিভিন্ন ধরণের ভালোমন্দ কাজকর্মে পরিপূর্ণ। কীভাবে আমরা ভালোটাকে বেছে নেব? কীভাবে আমরা স্থান, কাল এবং পাত্রকে বেছে নেব? যে কারণে কোনো একটিকে বেছে নেব তার কারণ হিসেবে নিজেকে কি উত্তর দেব? এমন কিছু নীতিমালা উল্লেখ করতে চাই যা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণে এবং জীবনে স্থিতিশীলতা বয়ে আনতে সহায়ক হবে, ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ্কে ভয় করুন

জীবনে যা কিছু করবো, সবকিছুর মধ্যে আল্লাহ্ভীতিকে স্থান দিবো। আমাদের দ্বীনের মূল স্তম্ভগুলোকে মাথায় রাখবো। শুধুমাত্র ঈমান ও ইসলামের বিষয়গুলি নয়, ইহসানের ব্যাপারটিও

মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ "এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবো যেন আমরা আল্লাহ্কে দেখছি। তবে মনে যদি এমন অনুভূতি সৃষ্টি করতে না পারি, তবে অন্তত এটুকু অনুভব করবো যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন।" [বুখারি, খন্ড ২, অধ্যায় ১, হাদীস ৪৭]
কত তাৎপর্যপূর্ণ এবং শক্তিশালী কথা! এই কথাটিকে আমরা জীবনের পাথেয় করে নিবো। একথাও মনে রাখবো যে, আমাদের সমগ্র জীবন এবং আমাদের পারিপার্শ্বিকতা সবই আমাদের জন্য পরীক্ষা। ভুলে যাবো না আমার সময়, ধনদৌলত, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদির প্রতিটি কীভাবে ব্যবহার করছি সে সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসিত হবো। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল-কাহ্ফের মধ্যে বলেছেন, "নিশ্চয়ই পৃথিবীতে যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে ওর জন্য অলঙ্কার হিসেবে বানিয়েছি তাদেরকে (মানুষদের) পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কাজেকর্মে কে শ্রেষ্ঠ।" [সূরা কাহাফ : ৭]
জীবন ও প্রাত্যহিক কাজকর্মের প্রতি নিজের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। তার পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আমাদের বিবেচক হওয়া উচিত এবং তাঁকে স্মরণ করার উপর গুরুত্বারোপ করা উচিত। আমরা যদি আল্লাহ্কে ভয় করি এবং সর্বক্ষেত্রে তাঁর সম্পর্কে সচেতন হয়ে জীবন যাপন করি, তাহলে আমরা আমাদের সময়ের ব্যাপারেও দায়িত্বশীল হব এবং এর সদ্ব্যবহার করব।

দায়িত্বশীল এবং স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া

আমাদের জীবনের সকল দায়দায়িত্ব এর সাথে সংশ্লিষ্ট। শুধু যদি এই কথাটিই আমরা মনে রাখি তবে আর সবকিছু নিয়মানুযায়ীই হবে এবং অধিকাংশ গর্হিত কাজ এড়িয়ে চলা যাবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত কুপ্রবৃত্তিতে এতটাই মশগুল হয়ে ডুবে যাই যে, আমরা আমাদের দায়িত্বের বৈধ গন্ডিকে মাড়িয়ে নিষিদ্ধ গন্ডিতে পদার্পণ করি। আঙ্গুলের ছাপের মতো প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ জীবনে স্বতন্ত্র। আমাদের মাঝে কেউ বিবাহিত, কেউ আবার অবিবাহিত। কেউ একক পরিবারের বাসিন্দা, কেউ আবার যৌথ পরিবারের। কারও সন্তানসন্ততির সংখ্যা দুই তিনটা, কারও আবার বাড়ি ভর্তি, কারও একটিও নেই। যার ফলে আমাদের প্রত্যকের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের ভার আলাদা, এবং অবসর সময়ের পরিমাণটাও ভিন্ন ভিন্ন।
আল্লাহ্ আমাদের যেকোনো পরিস্থিতিতেই ফেলুন না কেন, সেগুলোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে হবে। পারিপার্শ্বিকতাকে বিবেচনায় নিয়ে পরিপূর্ণভাবে আমরা কর্তব্য সম্পাদন করবো। নিজের মনকে জিজ্ঞেস করবো আমার উপর আল্লাহ্ তা'আলার হক্ব আমি ঠিকমতো আদায় করছি তো? অন্যের হক্ব এবং নিজের উপর হক্ব আদায় করছি তো?**(৭)**

এই সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। হাসান বসরি রা. একজন তাবেইন ছিলেন। তিনি বলেন, "ওহ! আদম সন্তান। কিছু শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়া তুমি কিছুই না।একবার এটা চলে গেলে আর ফিরে আসে না"। এ জন্য খ্যাতিমান রুশ ঔপন্যাসিক Leo Tolstoy বলেছেন, "The two most powerful warriors are patience and time." আমরা কিছু ক্রয় করতে চাইলে টাকার দরকার হয়। আর জীবনে কিছু করতে চাইলেও সময়ের এর দরকার হয়। আমরা নির্দিষ্ট সময়ে জন্মগ্রহণ করেছি, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকবো এবং নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যুবরণ করবো।

সময়ের গুরুত্বের কারণে আল্লাহ বিভিন্ন স্থানে সময়ের শপথ করেছেন, যাতে করে আমরা সময়ের গুরুত্ব ও মূল্যের দিকে নজর দেই। আল্লাহ বলেন, "রাত্রির শপথ যখন উহা আচ্ছন্ন করিয়া লয়। শপথ দিনের যখন উহা উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হইয়া উঠে"- (সূরা আল লাইল- ১-২)। "শপথ উজ্জ্বল দিনের এবং রাত্রির যখন উহা প্রশান্তির সহিত আচ্ছন্ন হইয়া যায়" - (সূরা আদ দোহা, আয়াত ১-২)। "শপথ ফজরের, দশ রাত্রের" - (সূরা আল ফজর, আয়াত ১-২)। ইসলামের ইবাদতসমূহ দিনের নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং এগুলো নির্দিষ্ট সময়েই সম্পন্ন করতে হয়। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ভাল ইবাদত কোনটি। তিনি বললেন, সময়মত নামাজ পড়া"। তিনি কত রাকায়াত নামাজ পড়তে হবে তা না বলে বরং নামাজের সময়কে উল্লেখ করলেন। এভাবে বলা হয়েছে, "তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখবে এবং চাঁদ দেখে রোজা ভাঙবে"। হজও নির্দিষ্ট সময়ে করতে হয়। কোরআনে বলা হয়েছে, "হজের মাসগুলো সুবেদিত, সবার জ্ঞাত" (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ১৯৭)।

আমরা জানি সময়ের কিছু চরিত্র আছে- Time passes quickly, Time that passes can never return, Time that passes can not be compensated, Time is most precious thing that man possess. বলা হয়- "Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift, that is why its called the present." আমরা কত বছর বেঁচে আছি তার উপর নয় বরং আমরা কি কি ভাল কাজ করব তার উপরই আমাদের বিচার নির্ভর করবে। আমরা কখন মরবো তা কি আমরা জানি? ফলে আমাদের সব সময় ভাল কাজ করতে হবে। একজন ধার্মিক ব্যক্তি সময়ের মূল্য দেবে। যদি তা না দেয়, বুঝতে হবে তিনি যথেষ্ট ধার্মিক নয়। সময়কে যদি দক্ষতার সাথে ভাল কাজের জন্য ব্যয় না করা হয় তবে তা অবশ্যই কিছু খারাপ কাজে ব্যয় হবেই, যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। সময় নষ্ট বা ধ্বংস করা সম্পদ ধ্বংসের চেয়ে মারাত্মক। কারণ, সময়কে compensate করা যায় না। আমেরিকান লেখক ও বক্তা Jim Rohn, সত্যিই বলেছেন "Time is more valueable than money, you can get more money, but you cannot get more time." ইমাম বাকীর (রা:) দুনিয়ায় অলসতার পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করেছেন। তিনি বলেন, "আমি দুনিয়ার কর্মকান্ডে

যে অলস তাকে ঘৃণা করি এবং যে দুনিয়ার কর্মকান্ডে অলস তাকে আখিরাতের কর্মকান্ডেও অলসতার সম্মুখীন হতে হবে" - (আল-কাফী)। জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবন এক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, "আমি আমার সময়কে ৩ টি সমান ভাবে ভাগ করে নেই। এক অংশ ইবাদত বন্দেগীর জন্য, কিছু অংশ পারিবারিক কর্মকান্ডের জন্য এবং শেষ অংশ আবার দুই ভাগে ভাগ করি, যার এক অংশ সামাজিক কর্মকান্ডে এবং অন্য অংশ অবসরের এর জন্য।"

যারা সময়ের সঠিক ব্যবহার করেনা তারা জালেম। জাহান্নামের আগুন যখন গ্রাস করবে তখন সেখানে তারা চিৎকার করে বলবে, "হে আমাদের রব! আমাদিগকে এখান থেকে বাহির করিয়া লও যেন আমরা নেক আমল করি, সেই আমল হইতে ভিন্নতর যেমন পূর্বে করিতেছিলাম। (তাহাদিগকে জবাব দেয়া হইবে) আমরা কি তোমাদিগকে দুনিয়ায় দীর্ঘ জীবন দান করি নাই। যাহাতে কেহ শিক্ষা গ্রহণ করিতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিত? আর তোমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল। এখন স্বাদ গ্রহণ কর। এখানে জালেমদের কোন সাহায্যকারী নাই।" (সূরা ফাতের, আয়াত: ৩৭)।

সময় সচেতনতা ও ব্যবহারের দিক থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন পথিকৃৎ। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে তিনি বলেন, "আমি কিভাবে ঘুমবো। আমি যদি রাতে ঘুমাই তাহলে আমি আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারব না এবং যদি দিনে ঘুমাই তাহলে মানুষের প্রতি দায়িত্বপালন করতে পারব না।" ইবনে আকীল ৮০০ খন্ডের বই লিখেছেন। এত খন্ডের বই খুব কমই লেখা হয়েছে। তিনি যখন ৮০ বছরের বৃদ্ধ তখন বললেন, "আল্লাহর ইচ্ছায় আমি এখনও ২০ বছর বয়সের মতই শক্তিশালী। সত্যি বলতে কি, আমি তোমাদের মত খাই না। তাকে জিজ্ঞাস করা হলো আপনি কি খান? উত্তরে তিনি বললেন, আমি কিছু রুটি পানিতে ভিজাই এবং দ্রুত গিলে ফেলি। কারণ ভিজানো খাদ্য বেশি চিবানোর দরকার হয় না। ফলে এর জন্য সময় কম লাগে।" তিনি খাদ্য চিবানর জন্য সময় ব্যয় করতেও ইচ্ছুক ছিলেন না। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আবু ইউসুফ (র.), ইমাম আবু হানিফা (র.) এর ছাত্র ছিলেন; তিনি মৃত্যু সজ্জায় শায়িত, খুবই দুর্বল। তিনি জেগে গেলেন, তার ছাত্রকে ডাকলেন এবং বললেন, এসো শরীয়ার উপর আলোচনা করি। তিনি ছাত্রকে জিজ্ঞাস করলেন, তুমি কী চিন্তা করেছো? হজ পালনের উৎকৃষ্ট পন্থা কী হবে? পায়ে হেঁটে, না ঘোড়ায় চড়ে? আবু ইউসুফ (র:) এর ছাত্র হতভম্ব হলেন। বললেন, শিক্ষক এখন এটার জন্য উত্তম সময় নয়। আবু ইউসুফ (র.) কিছুটা রুষ্ট হলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম আমার যদি এক মুহূর্ত জীবনও বাকী থাকে তবে আমি মুসলিম উম্মার কল্যাণেই তা ব্যয় করব।" ঘড়ি আবিষ্কার একটি বিরাট বিষয় এবং ঘড়ি হাতের এমন স্থানে পরা হয় যা সহজেই দেখা যায়, ঘরের এমন স্থানে স্থাপন করা হয় যা সহজেই চোখে পড়ে। ঘড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ উঁচু স্থানে স্থাপন করা হয় যা অনেক দূর থেকে দেখতে পাওয়া

যায়। এগুলো সময়ের গুরুত্বকেই প্রতিনিধিত্ব করে। এক্ষেত্রে আমেরিকান ব্যবসায়ী ও কলামিস্ট Harvey Mackay এর গুরুত্বপূর্ণ উক্তি— "Time is free, but its priceless. You can't own it, but you can use it. You can't keep it, but you can spend it. Once you've lost it you can never get it back." ফলে সময়ের ক্ষেত্রে সচেতনতা দরকার।

উপলব্ধি করুন এমন একটি ব্যাংক আছে যে ব্যাংক প্রতিদিন সকালে আপনার হিসাবে ৮৬৪০০ টাকা জমা করে। উক্ত হিসেবে দিন শেষে কোনও স্থিতি থাকে না। সন্ধ্যা পর্যন্ত যে যতটুকু ব্যবহার করতে পারবেন না ততটুকু টাকা বাতিল হয়ে যাবে। এরূপ অবস্থায় আপনি কি করবেন? নিশ্চয় সন্ধ্যার পূর্বেই সব টাকাই উত্তোলন করবেন। তেমনি প্রতিদিন আমার জীবনের হিসাবে ৮৬৪০০ সেকেন্ড জমা করা হচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তে তা দ্রুত আমার থেকে চলে যাচ্ছে। যারা এর ব্যবহার করতে পারছেন তারা উপকৃত হচ্ছে। আর যারা পারছে না, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। The 7 Habits of Highly Effective People বই এর লেখক Stephen R. Covey যথার্থই বলেছেন, "The key is in not spending time, but in investing it." মনে রাখতে হবে, "The future starts today, not tomorrow".

সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় আমানত। আখিরাতের মুক্তি ও দুনিয়ায় উন্নতি করতে হলে সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করা, সময় অপচয় বন্ধ করা এবং সময়ের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব।**(৮)**

তাই সময়ের সদ্ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা মানুষকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তবে সময় ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সমাজে মত এবং পদ্ধতির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্যগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

মতের পার্থক্য

ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি: একেকজন ব্যক্তি একেকভাবে সময়কে মূল্যায়ন করেন। কেউ সময়কে সম্পদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, আবার কেউ সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে উদাসীন।

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি: বিভিন্ন সংস্কৃতিতে সময় ব্যবহারের ওপর ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমা সমাজে সময়ানুবর্তিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।যেখানে অনেক পূর্ব এশীয় বা দক্ষিণ এশীয় সমাজে সম্পর্ক ও অনুভূতিকে সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রজন্মভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি: পুরোনো প্রজন্ম হয়তো মনে করে সময়ের সদ্ব্যবহার মানে কঠোর পরিশ্রম ও দায়িত্ব পালন। অন্যদিকে, নতুন প্রজন্ম সময়ের ব্যবহারে সৃজনশীলতা এবং ব্যক্তিগত তৃপ্তিকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

পথের পার্থক্য

পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলা: অনেকেই সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য কঠোর শিডিউল অনুসরণ করেন। আবার কেউ কাজের মাঝখানে স্বতঃস্ফূর্ততা পছন্দ করেন।

প্রযুক্তির ব্যবহার: আধুনিক যুগে সময় ব্যবহারে প্রযুক্তির ভূমিকা বিশাল। কেউ পরিকল্পনা করতে ডিজিটাল অ্যাপ ব্যবহার করেন, আবার কেউ সাধারণ ডায়েরি বা কাগজে কাজের তালিকা তৈরি করেন।

প্রাধান্য: সময় ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেউ শিক্ষাকে, কেউ কর্মজীবনকে, আবার কেউ সামাজিক সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দেন।

সময় ও বিশ্বাস-অবিচ্ছেদ্য দুই ধারা

সময় এবং **বিশ্বাস**, এই দুটি শব্দ আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ছুঁয়ে যায়। এরা এমন দুটি ধারা যারা পরস্পরের সাথে জড়িয়ে আছে, একে অপরকে প্রভাবিত করে।

সময়: অবিরাম প্রবাহ

সময় হলো একটি অবিরাম প্রবাহ, যা কখনো থামে না। এটি অতীত থেকে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে এগিয়ে চলে। সময়ের সাথে সাথে সবকিছু পরিবর্তিত হয়, মানুষের জীবন, সমাজ, প্রকৃতি সবকিছুই।

বিশ্বাস: জীবনের ভিত্তি

বিশ্বাস হলো মানুষের জীবনের ভিত্তি। এটি আমাদেরকে নিজেদের উপর, অন্যদের উপর এবং একটি উচ্চতর শক্তির উপর বিশ্বাস রাখতে সাহায্য করে। বিশ্বাসের মাধ্যমেই আমরা সম্পর্ক গড়ি, লক্ষ্য নির্ধারণ করি এবং জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করি।

সময় ও বিশ্বাসের সম্পর্ক

সময়ের সাথে সাথে আমাদের বিশ্বাসও পরিবর্তিত হয়। শৈশবে আমরা অনেক কিছুতেই অন্ধভাবে বিশ্বাস করি, যৌবনে আমরা নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখতে শিখি এবং বার্ধক্যে আমরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্বাস গড়ি।

সময়ের পরীক্ষা: কোনো বিশ্বাস কতটা সত্যি, তা সময়ের পরীক্ষায়ই প্রমাণিত হয়। সময়ের সাথে সাথে যদি কোনো বিশ্বাস অটুট থাকে, তবে তা সত্যিই স্থায়ী।

সময়ের সাথে পরিবর্তন: সময়ের সাথে সাথে আমাদের জীবন পরিবর্তিত হয়, তাই আমাদের বিশ্বাসও পরিবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক।

সময়ের মূল্য: সময়ের মূল্য আমরা তখনই বুঝতে পারি, যখন আমাদের কাছে কাউকে হারাতে হয়। সেই সময় আমরা বুঝতে পারি, সময়ই সবচেয়ে বড় ধন।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ

ধর্ম: ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সময়ের সাথে সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসের ধারণা পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু মূল বিশ্বাস অটুট থাকে।

সম্পর্ক: মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক গড়ে উঠতে বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। সময়ের সাথে সাথে এই সম্পর্কগুলো পরিবর্তিত হতে পারে, বিশ্বাসের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

স্বপ্ন: আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি। সময়ের সাথে সাথে আমাদের স্বপ্ন পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু স্বপ্ন দেখার বিশ্বাস কখনো মরে না।

বিজ্ঞান: বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞানীরা তাদের তত্ত্বগুলোতে বিশ্বাস রাখেন এবং সেই অনুযায়ী গবেষণা করেন। সময়ের সাথে সাথে বিজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, তাই বিশ্বাসের ভিত্তিও পরিবর্তিত হয়।

সময় ও বিশ্বাসের গভীরতা

সময় ও বিশ্বাসের সম্পর্ক খুবই জটিল এবং গভীর। এটি একটি দার্শনিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ও বটে। সময়ের সাথে সাথে আমরা নিজেদের এবং এই বিশ্বের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে নতুন করে গড়ে তুলি।সময় ও বিশ্বাস, এই দুটি ধারা আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সময়ের সাথে সাথে আমাদের বিশ্বাস পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসের মূল্য কখনো কমে না।

সময় ও কর্মচেতনা: অবিচ্ছেদ্য দুই ধারা

সময় এবং কর্মচেতনা, এই দুটি শব্দ আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ছুঁয়ে যায়। এরা এমন দুটি ধারা যারা পরস্পরের সাথে জড়িয়ে আছে, একে অপরকে প্রভাবিত করে।

সময়: অবিরাম প্রবাহ

সময় হলো একটি অবিরাম প্রবাহ, যা কখনো থামে না। এটি অতীত থেকে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে এগিয়ে চলে। সময়ের সাথে সাথে সবকিছু পরিবর্তিত হয়, মানুষের জীবন, সমাজ, প্রকৃতি সবকিছুই।

কর্মচেতনা: জীবনের চালিকাশক্তি

কর্মচেতনা হলো একটি মানসিক অবস্থা, যা মানুষকে কাজ করতে এবং লক্ষ্য অর্জন করতে অনুপ্রাণিত করে। এটি আমাদেরকে সক্রিয় করে রাখে এবং জীবনে সফল হতে সাহায্য করে।

সময় ও কর্মচেতনার সম্পর্ক

সময়ের মূল্য: সময় সীমিত। কর্মচেতনার মাধ্যমে আমরা সময়ের মূল্য বুঝতে পারি এবং তা কাজে লাগাতে পারি।

লক্ষ্য অর্জন: কর্মচেতনার মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারি।

পরিবর্তন: সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়। কর্মচেতনার মাধ্যমে আমরা এই পরিবর্তনগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারি এবং নতুন পরিস্থিতিতে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারি।

সফলতা: সফলতা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্যের প্রয়োজন। কর্মচেতনা আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে এবং ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ

ব্যক্তিগত জীবন: ব্যক্তিগত জীবনে কর্মচেতনার মাধ্যমে আমরা নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি, স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি এবং সমাজে অবদান রাখতে পারি।

সামাজিক জীবন: সমাজের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মচেতনার প্রয়োজন। কর্মচেতনার মাধ্যমে সমাজের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

রাষ্ট্রীয় জীবন: রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য জনগণের কর্মচেতনার প্রয়োজন। কর্মচেতনার মাধ্যমে একটি দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে।

সময় ও কর্মচেতনার গভীরতা

সময় ও কর্মচেতনার সম্পর্ক খুবই জটিল এবং গভীর। এটি একটি দার্শনিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ও বটে। সময়ের সাথে সাথে আমরা নিজেদের এবং এই বিশ্বের প্রতি আমাদের কর্মচেতনাকে নতুন করে গড়ে তুলি।

সময় ও মূল্যবোধের পার্থক্য

সময় এবং মূল্যবোধ উভয়ই মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে এগুলোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সময় হলো একটি পরিমাপযোগ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন বাস্তবতা, যা আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, মূল্যবোধ হলো মানবিক গুণাবলী এবং নীতিগুলো, যা আমাদের চিন্তা, আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে। নিচে সময় ও মূল্যবোধের মূল পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

সময়: সময় হলো একটানা প্রবাহিত একক, যা মুহূর্ত, দিন, মাস ও বছরের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। এটি সীমিত এবং নির্দিষ্ট।ইসলামে সময়কে আল্লাহর একটি মহান নেয়ামত হিসেবে গণ্য করা হয়। কুরআন ও হাদিসে সময়ের সঠিক ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।আল্লাহ তাআলা সূরা আল-আসরে সময়ের কসম করেছেন:
"আসরের কসম! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।" (সূরা আল-আসর: ১-৩)
সময়ের অপচয় ইসলামে নিন্দনীয়, এবং সময় কাজে লাগানো ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়।

মূল্যবোধ: মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির নৈতিক আদর্শ, বিশ্বাস, এবং চিন্তাধারা, যা তার আচরণ এবং জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে।ইসলামে মূল্যবোধ হলো নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলি, যা মানুষের কর্ম ও আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধগুলো হলো: সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, এবং মানবিকতা।রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যার চরিত্র সর্বোত্তম।" (বুখারি, মুসলিম)

পরিকল্পিতভাবে সময় পরিচালনার উপকারিতা:

যেকোনো কাজে সফলতার জন্য পরিকল্পিত সময় ব্যবস্থাপনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পিত সময় ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনের মোড় ঘুরে যেতে পারে। একটি প্রবাদ আছে, 'সময়ের একফোঁড়, অসময়ের দশফোঁড়'। সময় মানুষের সবচেয়ে সীমিত সম্পদ। কারো পক্ষেই একদিনকে ২৪ ঘণ্টার চেয়ে বড় করা সম্ভব না। কারো কাছ থেকে কেনা সম্ভব না, ধার করা সম্ভব না; জোর করে আনা সম্ভব না। ইমাম শাফেয়ি (রহ)-এর মতে, "Time is like a sword: You don't cut it, it will cut you." সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য সুন্দর পরিকল্পনার বিকল্প নেই। পরিকল্পনা হলো যেকোনো কাজের দরজা। To plan master is to plan the gateway to learning. ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে যে- "Well plan is half done" অর্থাৎ কোন কাজের পরিকল্পনাই কাজের অর্ধেক। সাফল্যের স্বর্ণদুয়ারে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন সময়ের পরিকল্পিত ব্যবহার ও সুন্দর পরিকল্পনা। পরিকল্পিত সময় ব্যবস্থাপনার মধ্যে তিনটি শব্দ রয়েছে। প্রথম শব্দটি পরিকল্পনা। পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ পালনীয় কর্মপন্থার মানসিক প্রতিচ্ছবি। পরিকল্পনা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সময়ের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে। প্রবাদ আছে যে, যদি আমরা পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমরা ব্যর্থ হওয়ার পরিকল্পনাই গ্রহণ করলাম (If we fail with right scheme, we will take the wrong succeed)| পরিকল্পনাবিহীন কাজ মানেই উদ্দেশ্যবিহীন কাজ। লক্ষ্য বা টার্গেট বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সময় ব্যবস্থাপনার সুন্দর পরিকল্পনা। আবরাহাম লিঙ্কন বলেন, "If we could first know where we are, and whither we are tending, we could better judge what to do, and how to do it." দ্বিতীয় শব্দটি সময়। সময়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ঞরসব. ঞরসব শব্দটি এসেছে খধঃরহ ভাষা থেকে। ঞবসঢ়ং থেকে ঞরসব এসেছে। যার অর্থ কোনো কিছু ঘটে অতীত হয়ে যাওয়া বা যাহা চলমান। সময় হলো সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, সপ্তাহ, মাস ও বছর। সময় হচ্ছে পরিমাপক, যা ঘটেছে যা ঘটছে এবং যা ঘটবে এই তিনের ভেতরে পার্থক্য নিরূপণকারী পরিমাপক। বিখ্যাত দার্শনিক আশরাফ আলী থানবী (রহ) বলেন, কাল বলতে আমরা মাত্র তিনটি দিনই বুঝি। গতকাল, আজ ও আগামীকাল। আমরা সময়কে এভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি- Time (T= Target, I= Important work list, M= Management, E= Evaluation শেষ শব্দটি ব্যবস্থাপনা বা Management| Management শব্দকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়- Manage+Men+T (Tactfully) অর্থাৎ মানুষকে কৌশলের সাথে পরিচালনা করাই হলো ব্যবস্থাপনা। লুইস এ এলেন- Management is what a manager does. ব্যবস্থাপনা হলো চালিকাশক্তি যা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে সাহায্য করে। এল গুলিক এর মতে,

‘পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন রিপোর্ট প্রদান ও বাজেট প্রণয়ন। (সংক্ষেপে POSDCORB= Planning, Organizing, Staffing, Direction, Coordinating, Reporting, Budgeting). সুতরাং, সময়ব্যবস্থাপনা হচ্ছে নিজেকে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে, আমরা যে সময়ের গতিতে আবদ্ধ সেই সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি। সময় ব্যবস্থাপনা হলো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের জন্য সময়কে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা।

সময় নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ

ইসলামে সময়কে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়। সময়ের সঠিক ব্যবহারই জীবনকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু অনেক সময় আমরা অজান্তেই সময় নষ্ট করে ফেলি। আসুন ইসলামের দৃষ্টিতে সময় নষ্ট হওয়ার কিছু প্রধান কারণ জেনে নিই:

1. **অনর্থক কাজে সময় ব্যয়:**

অপ্রয়োজনীয় কথোপকথন: গুজব, অপবাদ, নিষ্ফল আলাপচারিতা সময়ের অপচয়।

অনর্থক ভিডিও গেম, সোশ্যাল মিডিয়া: মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার সময় নষ্টের অন্যতম কারণ।

অনাবশ্যক ঘুম: যথেষ্টের বেশি ঘুম শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং সময়ের অপচয়।

2. **অলসতা ও দেরি:**

কাজ পেছানো: আজকের কাজ আগামীতে স্থগিত করা।

সময়ের পালা না মেনে চলা: নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু না করা।

3. **অনৈতিক কাজে জড়িত থাকা:**

হারাম কাজ: মদ্যপান, জুয়া, চুরি ইত্যাদি।

গুনাহগার কাজ: মিথ্যাবাদ, গীবত, পরনিন্দা ইত্যাদি।

4. **ইসলামি জ্ঞান অর্জন না করা:**

কুরআন ও হাদিস পড়া না: আল্লাহর বাণী ও রাসূলের জীবনী থেকে শিক্ষা না নেয়া।

ইসলামি বিষয়ক বই পড়া না: ইসলামি জ্ঞান বাড়ানোর চেষ্টা না করা।

5. **অন্যের কাজে বাধা দেয়া:**

বিরোধ সৃষ্টি করা: অন্যের সাথে ঝগড়া বা তর্ক করা।

অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করা: অন্যের কাজে বাধা দেয়া।

6. **অনুপযুক্ত বন্ধুত্ব:**

খারাপ সঙ্গ: মন্দ সঙ্গীরা ভাল কাজে বাধা দেয়।

ধর্মবিরোধী ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক: এ ধরনের সম্পর্ক ইমানকে দুর্বল করে।

সময়ের সঠিক ব্যবহারের উপায়:

ইবাদত-বন্দেগি: নামাজ, রোজা, জিকির ইত্যাদি।

কুরআন তিলাওয়াত: আল্লাহর বাণী পাঠ করা।

ইসলামি জ্ঞান অর্জন: বিভিন্ন ইসলামি বিষয় অধ্যয়ন করা।

হালাল উপার্জন: নিজের পরিবারের ভরণপোষণ করা।

সমাজসেবা: অন্যদের কল্যাণে কাজ করা।

সুস্থ বিনোদন: শরীয়তসম্মত বিনোদন গ্রহণ করা।

আমরা যদি ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করি তাহলে সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারব।

সময় নিয়ে মহাপুরুষদের উক্তি:

জীবনের অমূল্য সম্পদ সময়,জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এটি একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মহাপুরুষ সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে অসংখ্য উক্তি করে গেছেন। আসুন তাদের কিছু উক্তির মাধ্যমে সময়ের মূল্য বুঝার চেষ্টা করি:

বেনজামিন ফ্র্যাংকলিন: "সময় হলো অর্থ।"

চার্লস ডিকেন্স: "সময়ের চাকা কখনো থামে না।"

লিয়োনার্দো দ্য ভিঞ্চি: "সময় সব কিছুর পরিমাপ।"

আলবার্ট আইনস্টাইন: "সময় আপেক্ষিক।"

কনফুসিয়াস: "যে ব্যক্তি সময়কে নষ্ট করে, সে জীবনকে নষ্ট করে।"

এছাড়াও, ইসলামে সময়ের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কুরআন ও হাদিসে সময়কে স্বর্ণের চেয়েও মূল্যবান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সময়ের গুরুত্ব কেন বুঝতে হবে?

সীমিত সময়: আমাদের জীবন সীমিত। তাই প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানো জরুরি।

সফলতা: সময়ের সঠিক ব্যবহারই সফলতার চাবিকাঠি।

অনুশোচনা: সময় নষ্ট করলে পরবর্তীতে অনুশোচনা করতে হয়।

আত্মোন্নতি: সময়কে কাজে লাগিয়ে নিজেকে উন্নত করা যায়।

সময়কে কীভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন?

লক্ষ্য নির্ধারণ: আপনার জীবনের লক্ষ্য কী তা স্পষ্ট করে নিন।

পরিকল্পনা: লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করুন।

সময়সূচি: দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক সময়সূচি তৈরি করুন।

প্রাধান্যকরণ: কোন কাজটি আগে করবেন তা নির্ধারণ করুন।

বিভ্রান্তি এড়ানো: একসাথে অনেক কাজ না করার চেষ্টা করুন।

বিশ্রাম: কাজের পাশাপাশি পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন।

মুসলিম আলেমদের সময়ের ব্যবহার ও উদাহরণ

ইসলামে সময়কে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়। মুসলিম আলেমগণ তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ইবাদত-বন্দেগি, ইলম অর্জন এবং মানবসেবার কাজে লাগাতেন। আসুন তাদের জীবন থেকে কিছু উদাহরণ দেখি:

ইবাদত-বন্দেগিতে সময় ব্যয়

তাহাজ্জুদ: রাতের শুরুতে ঘুম থেকে উঠে নামাজ আদায় করা।

কুরআন তিলাওয়াত: আল্লাহর বাণী পাঠ করা এবং তার তাফসীর করা।
জিকির: আল্লাহর নাম ধারণ করা এবং তার গুণাবলী ধ্যান করা।
সুন্নত পালন: নবী (সা.) এর সকল সুন্নত অনুসরণ করা।

ইলম অর্জনে সময় ব্যয়

হাদিস শিক্ষা: নবী (সা.) এর হাদিস শিখা এবং তা অন্যদের শিক্ষা দেয়া।
ফিকহ অধ্যয়ন: ইসলামি আইন শিখা এবং তা ব্যাখ্যা করা।
তাসাউফ: আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করা এবং তা অন্যদের শিক্ষা দেয়া।

মানবসেবার কাজে সময় ব্যয়

দুঃস্থদের সাহায্য: অসহায়, দুঃখী এবং অসুস্থদের সাহায্য করা।
ইসলাম প্রচার: ইসলামের সুন্দর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া।
সমাজ সেবা: সমাজের উন্নয়নে কাজ করা।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, দুটি নিয়ামত এমন রয়েছে যে ব্যাপারে অধিকাংশ লোক প্রতারিত হয়। তা হলো- সুস্থতা ও অবসর সময়।' (বুখারি, হাদিস : ৬৪১২)

সময়ের ব্যাপারে ছাড় নয় : ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন, 'সময়ের ব্যাপারে ছাড়ের প্রবণতা আত্মঘাতি। কারণ সময় অতি দ্রুত অতিবাহিত হয়। কারো জন্য অপেক্ষা করে না।আর ফিরে আসে না। সব শ্রেণির কাছে সময় সবচেয়ে সম্মানিত বস্তু। ইবাদতকারী নির্ধারিত সময়ে ইবাদত ও জিকিরে কাটিয়ে থাকেন। আল্লাহমুখী কাজে সময় ব্যয় করেন। তাই নির্ধারিত সময় চলে গেলে তা ফিরে পাওয়া অসম্ভব। কারণ পরবর্তী সময়েরও নির্ধারিত কাজ রয়েছে। কেউ সময় অতিবাহিত করলে তা আর ফিরে পায় না।' (মাদারিজুস সালিকিন, পৃষ্ঠা : ৪৯)

আপেক্ষ করে কালক্ষেপন নয় : হারিয়ে যাওয়া সময়ের জন্য আক্ষেপ করে কালক্ষেপন করা অনুচিত। এতে বর্তমান সময়ও নষ্ট হয়। বরং নতুন করে এখন থেকেই পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করা কর্তব্য। তাই বলা হয়, 'আল ওয়াকতু কাস সাইফি, ইন লাম তাকতাহু কাতাআক।' 'সময় তরবারির মতো। তুমি তাকে হত্যা না করলে সে তোমাকে হত্যা করবে।' অর্থাৎ সময়কে কাজের মাধ্যমে ব্যয় না করলে সে তোমাকে অনর্থক কাজে ব্যস্ত করে রাখবে। (বাহজাতুন নুফুস, পৃষ্ঠা : ৯৬)

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেছেন, 'আমি সুফিদের সান্নিধ্যে ছিলাম। তাদের থেকে আমি দুটি কথা ছাড়া কিছুই শিখিনি। তাদের একটি কথা হলো, সময় হলো তরবারি। তুমি তাকে না কাটলে সে তোমাকে কেটে ফেলবে। আরেকটি কথা হলো, তুমি নিজেকে সত্যের কাজে ব্যস্ত না রাখলে তুমি মিথ্যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। (আল-জাওয়াবুল কাফি, পৃষ্ঠা : ২০৮)

সময়ের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ : মানুষের সময় হলো তার জীবন। তা আল্লাহর নির্দেশনা মতে কাটানোর মধ্যে প্রকৃত সাফল্য। সালাফে সালেহিন সময়কে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে ব্যয় করতেন। বিখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেছেন, 'আমি ওই দিন বেশি লজ্জিত হই যেদিন সূর্য উদিত হয়েছে এবং আমার নির্ধারিত সময় কমেছে। কিন্তু আমার আমল বৃদ্ধি পায়নি।' উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.) বলেছেন, 'রাত ও দিন তোমার সামনে কাজ করে যাচ্ছে। অতএব তুমিও তাদের মধ্যে কাজ কোরো।'

হাসান বসরি (রহ.) বলেছেন, 'হে আদম সন্তান, তুমি তো দিনের সমষ্টি। একদিন চলে যাওয়ার অর্থ তোমার কিছু চলে যাওয়।' তিনি আরো বলেছেন, 'আমি এমন একদল লোক পেয়েছি, যারা সময়ের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দিতেন, যা দিরহাম ও দিনারের প্রতি তোমাদের আগ্রহের চেয়ে বেশি ছিল।' (কিমাতুজ জামান, পৃষ্ঠা : ২৭)

মুমূর্ষু অবস্থায় আলোচনা : ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মজলিসে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) দীর্ঘ **১৭** বছর বসেছিলেন। আবু ইউসুফ (রহ.) সময়ের প্রতি এত বেশি সচেতন ছিলেন যে এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনো অসুস্থতা ছাড়া শিক্ষকের মজলিসে বসা বাদ দেননি। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) তিনজন আব্বাসি খলিফার সময়ে প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন সময় ফিকহি আলোচনা করতেন। এমনকি মৃত্যু শয্যায়ও তিনি আলোচনা করেছিলেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি তাঁর ছাত্র কাজি ইবরাহিম বিন আল-জাররাহ-এর সঙ্গে বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে কথা বলেন। মুহাম্মদ বিন কুদামা (রহ.) বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর এক সন্তান মারা যায়। তিনি সন্তানের কাফন ও দাফন কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেননি। যেন আবু হানিফা (রহ.)-এর কোনো দরস হারিয়ে না যায়। তাঁর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশিরা তার সন্তানকে দাফন করে। (মানাকিবু আবি হানিফা, পৃষ্ঠা : ৪৭২)

সময়: লক্ষ্য অর্জনের সহচর

আপনি যদি কখনো কোনো গন্তব্যে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে সময় একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ সহচর। ঠিক যেমন একজন ভালো মানচিত্র আপনাকে আপনার গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে, তেমনি সময় আপনাকে আপনার লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করতে পারে।

কীভাবে সময় লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে?

লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা: সময় আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্যগুলি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে এবং সেগুলি অর্জনের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে সাহায্য করে। আমরা কখন কী করব, তা নির্ধারণ করে আমরা আমাদের সময়কে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারি।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি: সময়ের মূল্য বুঝলে আমরা কাজকে আরও গুরুত্ব দিতে শুরু করি। ফলে আমাদের কাজের গতি বাড়ে এবং আমরা কম সময়ে বেশি কাজ করতে পারি।

অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ: নির্দিষ্ট সময় পর পর আমাদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা আমাদের লক্ষ্যের কতটা কাছাকাছি। এর ফলে আমরা যদি কোথাও পিছিয়ে পড়ি, তাহলে তা সংশোধন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারি।

দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি: সময় আমাদেরকে দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। যখন আমরা জানি যে আমাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি কাজ শেষ করতে হবে, তখন আমরা আরও বেশি মনোযোগ দিয়ে কাজ করি।

চাপ কমায়: যখন আমাদের একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে, তখন আমরা কাজের চাপ কম অনুভব করি। কারণ আমরা জানি যে আমরা যদি আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করি, তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারব।

সময়কে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার কিছু উপায়:

সময়সূচি তৈরি করুন: একটি সুনির্দিষ্ট সময়সূচি তৈরি করে আপনি আপনার সময়কে আরও ভালভাবে ব্যবহার করতে পারবেন।

প্রতিটি কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুন: প্রতিটি কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে আপনি আরও দ্রুত কাজ করতে পারবেন।

বিভ্রান্তিকর কাজ এড়িয়ে চলুন: বিভ্রান্তিকর কাজ এড়িয়ে চললে আপনি আপনার সময়কে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারবেন।

বিরতি নিন: নিয়মিত বিরতি নেওয়া আপনাকে আরও ভালভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে। প্রত্যেক দিনের শেষে আপনার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করুন: প্রত্যেক দিনের শেষে আপনার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি আপনার লক্ষ্যের কতটা কাছাকাছি।

উপসংহার:

সময়ের মূল্য উপলব্ধি করা জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। সময় এমন এক সম্পদ যা একবার চলে গেলে আর কখনো ফিরে আসে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই অমূল্য, এবং এর সদ্ব্যবহারই সাফল্যের চাবিকাঠি। সময়কে অবহেলা করলে আমরা পিছিয়ে পড়ি, লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হই এবং জীবনের সঠিক অর্থ বুঝতে পারি না।

অন্যদিকে, সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং সদ্ব্যবহার আমাদের কাজকে সহজ, জীবনকে সুসংগঠিত এবং ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে। সফল ব্যক্তি ও সমাজ সবসময় সময়ের গুরুত্বকে প্রথমে স্থান দেয়। তাই, সময়ের সঠিক মূল্যায়ন করাই জীবনের উন্নতি ও সাফল্যের মূলমন্ত্র।আর এই সময় মূল্যায়নের পথে এক মূহুর্ত সময়ও অপচয় বা অনর্থক কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়।সময় হলো জীবনের মূলধন, সময় হলো দ্বীন পালনের সৌন্দর্য।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيهِ

মানুষের ইসলামের একটি সৌন্দর্য হল, যে কাজে দ্বীন বা দুনিয়ার কোনো ফায়দা নেই তা ছেড়ে দেয়া। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩১৮

অর্থাৎ যে কাজে আখেরাতের কোনো ফায়দা রয়েছে অথবা দুনিয়ার কোনো বৈধ ফায়দা রয়েছে তা করবে। কিন্তু যে কথা-কাজে দুনিয়া-আখেরাতের কোনো ফায়দা নেই তা করবে না। আর যে কথা-কাজে বিলকুল কোনো ফায়দা নেই, উপরন্তু তাতে ক্ষতি রয়েছে তা অবশ্যই পরিহার করবে, যাতে দুনিয়া-আখেরাতের কোনো লোকসান না হয়।

মনে রাখি, সময়ই জীবন। সময়কে সম্মান করা মানেই নিজের জীবনকে সম্মান করা। সুতরাং, সময়ের সদ্ব্যবহার এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যেতে হবে।

এতএব,আসুন আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মূহুর্ত নিয়ে সচেতন হই,জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করি,জীবনের এই মুলধন সময়কে ব্যবহার করে আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করি,আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে সময়ের যথাযথ ব্যবহার করার তৌফিক দান করুক-আমিন। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আংতা আসতাহফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।

তথ্যসূত্র:

১.https://www.jugantor.com/todays-paper/features/islam-and-life/
২ [বই: সময় কখনো ফিরে আসে না-লেখক শায়খ আব্দুল মালিক আল কাসিম]
৩.আর্টিকেল:লেখক- হাফেজ মাও: নূরুল হুদা
কুরানিক সায়েন্স এন্ড ইসলমিক স্টাডিজ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
৪.আর্টিকেল:লেখক-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ফাহাদ
মাসিক আল কাউসার পত্রিকা
৫.বই:সময় সে তো জীবন,চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ।
৬.আর্টিকেল-লেখক: চেয়ারম্যান, তাসাউফ ফাউন্ডেশন
৭.https://m.dailyinqilab.com/article/298604/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0
৮.https://dhakamail.com/opinion/148252
৯.সময় ব্যবস্থাপনা -লেখক ড. মাহফুজুর রহমান
১০.সময় ও জীবন -লেখক আহমদ ছফা
১১.The 7 Habits of Highly Effective People - Stephen R. Covey
১২.The Power of Now - Eckhart Tolle
১৩.সময় ও জীবনের ব্যবহার - মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী
১৪.ইসলামে সময়ের গুরুত্ব - মুফতি মুহাম্মদ শফী
১৫.সময়: ইসলামি দৃষ্টিকোণ - মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক
১৬.আল-কুরআনের আলোকে সময়ের গুরুত্ব - মুফতি তাকি উসমানী
১৭.Time Management: An Islamic Perspective - Dr. Muhammad Abdul Mannan
১৮.Time in the Life of a Muslim - Sheikh Abdul-Fattah Abu Ghuddah